৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ১৬ পৌষ – ২২ পৌষ, ১৪২৮ ঃ ১ জানুয়ারি – ৭ জানুয়ারি, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 10, 1 January - 7 January, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : হাওড়া-বালি পুরসভার বিযুক্তি বিল নিয়ে বিভ্রান্তি বাড়ালেন

রাজের এজি। হাইকোর্টে মৌখিকভাবে তিনি রাজ্যপালের সইয়ের কথা জানালেও রাজ্যপাল টুইটে জানিয়েছেন বিলটি এখনও তাঁর বিবেচনাধীন। হাইকোর্টে ভুল খবর বলে বিতর্কে এজি।

রবিবার : বড়দিনে বড় বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি

জানান, ৩ জানুয়ারি থেকে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকা দেওয়া শুরু হবে। স্বাস্থ্যকর্মী, প্রথম সারির করোনা যোদ্ধা ও ক্যানসার, যক্ষ্মার মতো গুরুতর রোগে আক্রান্ত ষাটোর্ধ্বদের ১০ জানুয়ারি থেকে দেওয়া হবে কুস্টার ডোজ।

সোমবার : নাগাল্যান্ড থেকে আফস্পা প্রত্যাহারের বিষয়টি

বিবেচনার জন্য বিশেষ কমিটি গড়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কমিটির শীর্ষে রয়েছে মন্ত্রকের উত্তর-পূর্ব বিষয়ক অতিরিক্ত সচিব। তবে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার হয়নি এই আইন। নাগাল্যান্ডকে উপদ্রুত এলাকা চিহ্নিত করে আরও কিছুদিন বহাল থাকছে আফস্পা।

মঙ্গলবার: সই বিতর্কে আটকে রইল হাওড়া। আগামী ২২ জানুয়ারি

আসানসোল, চন্দননগর, শিলিগুড়ি ও বিধাননগর পুরসভায় ভোট ঘোষণা করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩ জানুয়ারি। ভোট গণনা ২৫ জানুয়ারি। নতুন ভোটার তালিকায় ভোটের দাবিতে বিরোধীদের ওয়াকআউট।

বুধবার: কাউন্সেলিংয়ে দেরির অভিযোগে ডাক্তারদের মোমবাতি

মিছিলে দিল্লি পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে নামেন সরকারি হাতপাতালের ডাক্তাররা। তাঁর আঁচ পড়েছে এ রাজ্যেও। কর্ম বিরতিতে নামতে চলেছেন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের পিজিটি ও জুনিয়র ডাক্তাররা।

বৃহস্পতিবার : দেশ সহ এ রাজ্যে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ।

সংখ্যা বাড়ছে নতুন স্ট্রেন ওমিক্রনের। তার মধ্যে বড় দিন ও বর্ষশেষের উৎসবে কেন সরকার বিধি শিথিলের বার্তা দিল তা নিয়ে শুরু হয়েছে সমালোচনা। এই ঢিলেঢালা মনোভাবের মাশুল গুনতে হবে রাজ্যবাসীকে, মত ডাক্তারদের।

শুক্রবার: করোনা সংক্রমণের জেরে পড়াশুনা এখন ডিজিটাল

মাধ্যমের খপ্পরে। গ্রাম-শহর সর্বত্র অনলাইনে চলছে দৈনিক শিক্ষা থেকে পরীক্ষা। অথচ মোবাইল পরিষেবা সংস্থাগুলি বাড়াচ্ছে ডেটা ব্যবহারের মাশুল। এবার এইসব বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে ছাত্র সংগঠনগুলি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

স্বাস্থ্যে চলছে স্পনসরড টেরোরিজম

উৎসব যার যার, কোভিড সবার

ওঙ্কার মিত্র : এই জাগতিক পৃথিবীতে মহামারির নতুন উপকরণ করোনা বা কোভিড গত দুবছর ধরে যে বৈচিত্রতায় রূপ বদলে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলেছে সেই বৈচিত্র নিয়েই পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে রাজনীতি তার নতুন নতুন কৌশলে। প্রথম দিকে বিধি পালন, ত্রানবন্টন, সংক্রমণ আর মৃত্যুর পরিসংখ্যান নিয়ে আকচা-আকচির পর এসেছে উৎসব। সব কিছু থেকেই রাজনীতির নির্যাস শুষে নিতে দ্বিধা করেন নি রাজনীতিকরা। চিকিৎসকরা যখন ঘরে থাকার চরম হুশিয়ারি দিচ্ছেন তখন একটু-আধটু ছাড় দিয়ে জনগণের মন ভোলানোর চেষ্টা করেছেন রাজনীতির কারবারীরা। দুর্গাপুজোয়, ঈদুজোহায়, বড়দিনে রাস্তায় বাঁশ বেঁধে, প্যান্ডেলের সামনে দড়ি খাটিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা তৈরি, তোমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বেরোলে

আমরা খুশি। আর একেই এক স্বাস্থ্যকর্মী আখ্যা দিয়েছেন 'স্টেট স্পনসর্ড টেরোরিজম অন পাবলিক হেল্‌থ'। এভাবেই এসেছে রাজনীতিকদের সবচেয়ে প্রিয় ভোট উৎসব। মিটিং-মিছিল-জনসভা হয়েছে নির্বিবাদে। থার্মাল গান, একটু স্যানিটাইজারের ছোঁয়া আর একটা চিকচিকে প্লাভসের ভরসায় ভোটের লাইনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে আঠারো থেকে আশিকে। উৎসব বলে কথা, আমরাও কেউ কেউ গা ভাসিয়ে দিয়েছি দাদা-দিদিদের ভরসায়। পরে অক্সিজেনের জন্য ছুটোছুটি। হাসপাতালে বেডের জন্য হয়রানি। এখানেও দাঁড়িয়ে আছে রাজনীতি তার বদান্যতা নিয়ে। মন্ত্রী-কাউন্সিলর বা দাদাদিদি নেতার একটু 'রেকমেন্ডেশন' পেলে বর্তে যাওয়া। কিছু না পেলে শ্মশানে দাদা বলে দেবেন, 'ভিআইপি চুল্লি' পেতে অসুবিধা হবে না।

সেই ২০২০-র জানুয়ারি নয়, এখন ২০২২-এর জানুয়ারি। আমরা এখন দীর্ঘ দু বছরের কোভিড অভিজ্ঞতায় ভরপুর। আমরা এখন জেনে গেছি চিকিৎসকরা যাই বলুন রাজনীতিকরাই সব। তারাই বরাদ্দ করবেন বিনাপয়সার চাল, ডাল, ব্যাঙ্কে অনুদান পাঠাবে তারাই। আবার আক্রান্ত হলে তাদের ধরেই ওষুধ, বেড, চুল্লি পেতে হবে। তাই সার বোঝা মানুষ নির্দ্বিধায় পার্ক স্ট্রিটে রাত কাটাচ্ছে, চিড়িয়াখানা, জাদুঘরে, ভিক্টোরিয়ায় শীত উপভোগ করছে। কেনাকাটা করছে ভিড়ে ঠাসা নিউমার্কেটে। সরকার ঠিক ঝোপ বুঝে বড়দিন আর বর্ষশেষের উৎসবের আগের রাতের কোভিড বিধি শিথিল করে নেমে পড়েছে স্পনসর করতে। এই মহামারির দুনিয়ায় জনগণ ও রাজনীতিক এই দুইই সত্য। আর ওষুধপত্তর, চিকিৎসা সবই মায়া, দুদিনের বই নয়। কোভিড তো সাময়িক, উৎসব চিরকালের। তাই মাভৈঃ উৎসব যার যার, কোভিড সবার।

ছবি : অভিজিৎ কর

বিজেপিকে মতুয়াদের সমর্থন প্রশ্নের মুখে

কল্যাণরায়চৌধুরী : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতে সরকার গঠন বা পরিবর্তনে মতুয়াদের সমর্থন বা ভোট একটা ফ্যাক্টর বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত। এ কারণে বিগত লোকসভা নির্বাচন ও তার পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে মতুয়া সমর্থনের উপর ভর করে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয় বিজেপি। এর পাশাপাশি ছিল বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের সমর্থন বলেও মনে করেন তারা। তবে সম্প্রতি সেই সমর্থনে ফাটল ধরেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকমহল। আর এই মন্তব্যের সমর্থনে তারা সদ্য সমাপ্ত কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবির উদাহরণকেই খাড়া করছেন। অতি সম্প্রতি বিজেপের পাঁচজন বিধায়ক হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যাওয়াকে বিজেপি সঙ্গ ত্যাগের তত্ত্বকে তুলে ধরছে সংবাদ মাধ্যমের একাংশ।

এ প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'মতুয়া মহাসঙ্ঘ তো কোনও রাজনৈতিক দলের শাখা হয়। এটা একটা স্বাধীন সংস্থা। এই সংস্থা সম্পূর্ণ নিজের মতো কাজ করে। এর সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই এবং রাজনীতিগত কোনও দায়বদ্ধতাও নেই। আসলে আমরা কতকগুলি ইস্যুভিত্তিক রাজনৈতিক সমর্থন দিয়েছিলাম বিজেপিকে। তার মধ্যে মুখ্যতম ইস্যু ছিল নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দান। আর অন্যান্য গুরত্বপূর্ণ ইস্যুগুলি হল মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিনে জাতীয় ছুটি ঘোষণা, মতুয়া আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা গুরুচাঁদ ঠাকুরকে ভারতরত্ন প্রদান। গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলনকে কেন্দ্রীয় সিলেবাসের অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং ভারতের নমঃশূদ্রসহ ৩৬টি পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষের শংসাপত্র প্রদান। উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের শংসাপত্রের ব্যবস্থা আছে। বিজেপির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা হল এই সব ইস্যুভিত্তিক। ওদের সঙ্গে কার্যত আমাদের কোনও রাজনৈতিক সম্পর্ক নেই। যারা রাজনীতি করেন তাদের বিষয়টা আলাদা। সেটা আমাদের মতুয়া মহাসঙ্ঘ সম্পর্কিত নয়। কয়েকজন বিধায়ক হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ ছেড়েছেন। তার মানে বিজেপি দল ছাড়া নয়। তারা এখনও বিজেপিরই বিধায়ক। আসলে ওরা অনেকেই এম পি, এমএলএ হওয়া সত্ত্বেও দল ওদের কোনও সাংগঠনিক

পদ দেয়নি, এটাই মূলত ওদের ক্ষোভের কারণ। বিষয়টা সম্পূর্ণই ওদের ব্যক্তিগত। শুধু বিজেপি নয়, কোনও রাজনৈতিক দলের রূপরেখার সঙ্গে মতুয়া মহাসঙ্ঘের কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি থাকুক বা না থাকুক, এতে আমাদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। মিডিয়ার একাংশ জোর করে আমাদের গায়ে বিজেপির তকমা লাগানোর চেষ্টা করছে। এটা ঠিক নয়। আমরা তাদেরকে ইস্যুভিত্তিক সমর্থন দিয়েছিলাম। সেজন্য লোকসভা এবং বিধানসভা দুটো বড় নির্বাচন আমরা দেখলাম। আমরা সমর্থনের প্রমাণও দিয়েছি। এর পরেও তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রাখেনি। এবার আমরা নতুন ভাবব। যারা আমাদের দেখবে, আমরা তাদের পাশে থাকব। কারণ নির্বাচনের পরে এতগুলো দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও বিজেপির দিক থেকে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ না হওয়ায় আমরা ক্ষুব্ধ। আগামী দিনে আমরা বিজেপির পক্ষে সমর্থন রাখব কিনা এটা রীতিমত ভাবার বিষয়।'

অন্যদিকে, বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদের সর্বভারতীয় সভাপতি বিমল মজুমদার বলেন, 'আমরা সিএএ(ক্যা)-র পক্ষে। আমরা বিশ্বাস করি কেন্দ্রীয় সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি মত নিঃশর্ত নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করবে।'

তৃতীয় ঢেউ আসন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বছর শেষে আবারও করোনা আতঙ্ক গ্রাস করেছে দেশের মানুষকে। করোনার থেকেও মারাত্মক ভ্যারিয়েশন 'ওমিক্রন'। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই রাজ্যে ওমিক্রনে আক্রান্ত ১১ জন। সেই সঙ্গে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। কলকাতায় ক্রমশ বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গঙ্গাসাগরে গত ২৯ ডিসেম্বর প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ওমিক্রন প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মুখ্যসচিব, স্বাস্থ্যসচিব, স্কুল সচিবকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে পূর্বের ন্যায় নানা বিধি নিষেধ আরোপ হতে পারে। তবে বিশেজ্ঞরা বলছেন এখনি সব ধরনের বড় জমায়েত নিষিদ্ধ করা হোক। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, ওয়ার্ড ধরে ধরে পর্যালোচনা করে কন্টেইনমেন্ট জোন হতে পারে। ওয়ার্ক ফর্ম হোম হতে পারে ৫০ শতাংশ কর্মচারী নিয়ে। প্রয়োজনে কয়েকদিন স্কুল কলেজ বন্ধ হতে পারে। ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ ও মাস্ক বাধ্যতামূলক হতে পারে। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর যেভাবে সারা দেশ তথা রাজ্যে ওমিক্রন ও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে তাতে করে মনে হচ্ছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে রাজ্যে তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়তে চলেছে। অনুমান করা হচ্ছে রাজ্যে দৈনিক ৩০-৩৫ হাজার করোনা আক্রান্ত হতে পারে। যে জন্য মাস্ক, স্যানিটাইজার শারীরিক দূরত্ববিধি মেনে চলার ব্যাপারে রাজ্য সরকার আবার প্রচার শুরু করেছে। হাসপাতালগুলোতে করোনা আক্রান্ত মানুষদের চিকিৎসার জন্য পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত অক্সিজেন মজুত করা হচ্ছে। গত ২৫ ডিসেম্বর যে ভাবে মানুষ নানা পর্যটন কেন্দ্রে কোভিড স্বাস্থ্য বিধি না মেনে উৎসবে সামিল হয়েছিল, তারই খেসারত কয়েকদিনের মধ্যে গুনতে হচ্ছে। এখন থেকেই যদি করোনাকে রুখতে কড়া পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর মার্চ-এপ্রিল থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে।

গঙ্গাসাগর মেলা কি হবে?

কুনাল মালিক: রাজ্যে ওমিক্রন ও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। সে বিষয়ে সকলেই উদ্বিগ্ন। কিন্তু এরই মধ্যে রাজ্যের অন্যতম এবং দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতিও চলছে জোর কদমে। গত মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সাগরে উপস্থিত হয়ে প্রস্তুতিপর্ব দেখেন। পরের দিন প্রশাসনিক বৈঠক করেন। তিনি সাগর থেকে কলকাতায় যাবার আগে বলেন, এখনি সব কিছু বন্ধ হচ্ছে না। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কারণ দুবছর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। প্রয়োজনে ছোট ছোট অঞ্চলে কন্টেইনমেন জোন হবে। তিনি ব্রিটেন থেকে আগত বিমানের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার কথা বলেন। এদিন সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, ওমিক্রণের বাড় বাড়ন্তের সময় গঙ্গাসাগর মেলা কি হবে? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সব সময় গঙ্গাসাগর, গঙ্গাসাগর করেন কেন? কুম্ভমেলা নিয়ে বলুন না।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার থেকে যদি মানুষ আসে আমি তাদের

আটকে দেব? এই মেলা দেশের মেলা কোভিড স্বাস্থ্য বিধি মেনেই গঙ্গাসাগর মেলা হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক ডঃ পি উলগানাথন বলেন, গঙ্গাসাগর মেলায় আগত তীর্থযাত্রীরা যদি মাস্ক না পরেন, তাহলে জরিমানা করা হবে না ঠিকই তবে তাদের মাস্ক পরিয়েই মেলা প্রাঙ্গনে ঢোকানো হবে। তার জন্য পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী ও পুলিশ মোতায়েন করা হবে। জেলাশাসক বলেন, সাধুদেরও করোনার ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। মেলায় ১০ লক্ষ ডোজ ভ্যাকসিন মজুত রাখা হয়েছে। মোট ২০ লক্ষ মাস্ক রাখা হচ্ছে। মেলায় ঢোকার ৪০টি পয়েন্ট টেস্টিং সেন্টার করা হচ্ছে। জেলাশাসক আরও বলেন, সমগ্র মেলা চত্বর ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারী হবে। গত বছরও কোভিড পরিস্থিতিতে সুষ্ঠভাবে মেলা হয়েছে। এবারও কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে গঙ্গাসাগর মেলা হবে।

কাল বিলম্বে ফলছে বিষবৃক্ষের ফল

চাষ ও চাষির সর্বনাশ আটকাবে কে?

শক্তি ধর: চাষের দফারফা, চাষির দুর্দশা নিয়ে বঙ্গে এখন মহা শোরগোল। কারণ পকেটে টান ধরেছে বাবুদের। এখন সত্তর-আশি-নব্বই-একশো টাকায় সবজি কিনতে হচ্ছে, এরপর চালের দাম বাড়বে- আলু উধাও হবে। ইতিমধ্যে পাঁচজন চাষি আত্মহত্যা করেছেন, আর যারা এখনও জীবিত তারা সরকারি সাহায্যের আশায় চাতক পাখির মত বসে আছেন। এত দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী একমাত্র সেই অনিয়মিত অকাল বৃষ্টি যে গত প্রায় এক যুগ ধরে বাংলার সুজলা-সুফলা আবহাওয়ায় ভিলেন রূপে আবির্ভূত।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল যাদের এই ভিলেনকে সামলাবার কথা সেই আবহাওয়াবিদ পরিবেশবিদ ভৌগোলিকরা মানুষের বিপদ দেখেও মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। না আছে নড়াচড়া, না আছে প্রতিক্রিয়া। কীভাবে ভারতবাসী এই সর্বনাশা নিম্নচাপের বৃষ্টি থেকে বাঁচবে তা বাতলাতে এরা ব্যর্থ। কাগজে-টিভিতে রাজনীতি-অর্থনীতি নিয়ে যারা গলা ফাটান যার উপর ভিত্তি করে মানুষ বেঁচে আছে সেই আবহাওয়া নিয়েই তাদের কোনও হেলদোল নেই। বিপর্যয়ের পাঁচ-সাতদিন বা একমাস আগে পূর্বাভাস দিয়ে আবহাওয়াবিদরা খালাস। মাঝে মধ্যে

দু-চারটি জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলনে ডাক পেয়ে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়ে এরা ভাবেন এরা মানুষের জন্য তারা কী ভীষণ মহান কাজে নিযুক্ত। আসলে যে এসব রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের ভালো থাকার নাটক মাত্র তা জেনেও এদের বলার উপায় নেই। এরা সরকারের কাছে, কেরিয়ারের কাছে দায়বদ্ধ। মানুষের কাছে নয়।

তবে এই ধারার ব্যতিক্রমী পরিবেশবিদ ভৌগোলিক ছিলেন প্রয়াত অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি আজ থেকে ৪০ বছর আগে প্রথমে স্টেটসম্যান, পরে আলিপুর বার্তায় দীর্ঘ বছর ধরে লেখা প্রবন্ধে সাবধান করে গিয়েছেন মরুচাষ প্রকল্প সম্পর্কে। ৬টি ধারাবাহিকে ৩০ জানুয়ারি, ১৯৮৮ থেকে ৫ মার্চ, ১৯৮৮ লিখেছিলেন উপেক্ষিত শীত না শীতের উপেক্ষা। ৭টি ধারাবাহিকে লিখেছিলেন মৌসুমী এলোমেলো : লোক চেতনার অভাব। প্রত্যেকটি প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন চাষ করে মরুভূমি সবুজ করার প্রয়াসে ভারতবর্ষে মৌসুমীর গতিপথ পাল্টাবে, নিম্নচাপের অবস্থানের পরিবর্তন হবে, অকালবৃষ্টি-অনাবৃষ্টিতে চাষবাস লাটে উঠবে, চাষির সর্বনাশ হবে। তিনি মরুর বুকে খালকাটা বন্ধ করে সবুজায়নের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন তৎকালীন ইন্দিরা সরকারকে।

এরপর পাঁচের পাতায়

২০২২ সালে হবে ভূমিকম্প, বাড়বে বজ্রপাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২১ শেষ। আসছে নতুন বছর ২০২২। বছরের শুরুতেই আবার চোখ রাঙাচ্ছে ওমিক্রন। দুর্যোগ দুর্ভোগ থেকে মানুষ কী পরিত্রাণ পাবে না। কেমন যাবে নতুন বছর? এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতিষ তন্ত্র সাধক তপন শাস্ত্রী জানালেন, ২০২২ সাল মানে সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে (২+০+২+২=৬) ৬ সংখ্যার বছর, অর্থাৎ শুক্রের বছর। এই বছর কেন্দ্র এবং রাজ্যে রাজনৈতিক ডামাডোল বাড়বে। অনেক রদবদল হবে। বাড়বে রাজনৈতিক হানাহানি, ষড়যন্ত্র। রাশি হিসাবে ভারত হল মকর রাশির। মকর রাশির শনির সাড়ে সাতি চলছে। তাই ভারতে বাইরের শত্রুর আক্রমণ করতে পারে।

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে

সাম্প্রদায়িক হানাহানি হবার সম্ভাবনা আছে। রজ্যে সহ সারা দেশে প্রবল ভূমিকম্পের আশঙ্কা আছে। এবছর রাজ্যে অতিবৃষ্টিতে ফসল চাষবাস ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বজ্রপাত বেড়ে যাবে। তার ফলে প্রচুর প্রানহানির সম্ভাবনা আছে। মার্চ-এপ্রিল-মে-জুন মাসে রাজ্য সহ বিশেষ করে কলকাতায় দাবদাহ বাড়বে। অগ্নিসংযোগে গুরুত্বপূর্ণ নথি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অগ্নি নির্বাপন দফতরকে তৎপর থাকতে হবে। শুক্রের বছর মানে সৌন্দর্য্যের বছর। সিনেমা শিল্পের উন্নতির যোগ আছে। অনেক পরিচালক পুরস্কার পাবেন। এই বছর রক্তজনিত অজানা রোগের ফলে অনেকের স্বাস্থ্যহানি ও মৃত্যু হতে পারে।

আর এক জ্যোতিষ বিজয় শাস্ত্রী জানালেন, ২০২২ ভয়ানক খারাপ বছর। বছরের প্রথমদিনই রাতে অমাবস্যা পড়ছে, যা শুভ নয়। বাড়বে কালোবাজারী, মূল্যবৃদ্ধি হবে নিত্য দ্রব্যের। তবে মার্চ-এপ্রিলের পর গ্রহ-নক্ষত্রের শুভ পরিবর্তনের পর কিছুটা ভালো পরিস্থিতি হতে পারে। খুব সচেতন থাকতে হবে মানুষকে।

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 10, 1 January - 7 January 2022

নতুন বছরের আগে কারেকশনের ইতি নেই

পার্থসারথি গুহ

অদ্ভুত একটা আচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে ভারতের শেয়ার বাজারে। একে অনেকে আবার আগাম 'নিউ ইয়ার সারপ্রাইজ' বলে অভিহিত করাও শুরু করেছেন। হচ্ছেটা কী একেবারে ওপরে থাকা অর্থবাজারের সূচক এতে কেমন যেন দোদুল্যমান হয়ে উঠছে। কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে বাজারের মতিগতি। সত্যি বলতে কী, যদি শেয়ার টেকনিক্যালসের ছাত্র হিসেবে এই বাজারকে বিচার করতে যান তবে মনে হবে কই অত্যধিক খারাপ কিছু দেখা যাচ্ছে না। ওমিক্রন আতঙ্ককে সামনে রেখে একটা পাতি কারেকশন ধরা হচ্ছে একে।

কদিন আগেও রোজ পালা করে সূচক নতুন নতুন উচ্চতা তৈরি করেছে। বিশেষ করে নিফটি ১৮,৬০০–র লকগেট পেরিয়ে যাওয়ার পর কিন্তু মনে হচ্ছিল ড্রিম রান এখনও শেষ হয়নি। অনেকটাই বাকি থেকে গিয়েছে। আবার উলটোদিক থেকে অপর একটা মন বলছে অন্য কথা। যার সারমর্ম হল, অনেক তো হল, এবার থামো। অর্থাৎ ২০২১–এ যে বিশাল দৌড় নিফটি–সেনসেক্স দৌড়েছে তাতে ইতি টানার সময় হয়ে গিয়েছে। যুক্তির বাইরে গিয়ে এই ধরনের নেতিবাচক চিন্তার উদ্রেক হচ্ছে বহু লগ্নিকারী, মায় শেয়ার বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও। তাঁরা নিজ নিজ ক্লায়েন্টকে একটু সাবধানে ট্রেড করতে বলছেন। নতুন কোনও লগ্নিতে না গিয়ে, খুচখাচ বিনিয়োগ চালিয়ে যেতে বলছেন।

আসলে এই মুহূর্তে শুধু ভারত বলে নয়, আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার অধিকাংশ দেশ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তাদের সূচকও রয়েছে সর্বকালের সেরার জায়গাতে। যার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হচ্ছে জাপানের অর্থবাজারের দীর্ঘ অচলাবস্থা কাটিয়ে নিত্য–নতুন উচ্চতা গড়ে তোলার কথা। দুনিয়া খ্যাত শেয়ার বিশারদ এজেন্সিগুলো এই মুহূর্তে ভারত সম্পর্কে খুব বুলিশ বা তেজিয়ান মনোভাব পোষণ করছে। তাঁদের মতে, নিফটি আগামী ৪–৫ বছরের নিরিখে ৩০ হাজার ছুঁয়ে ফেলতে পারে। বলাবাহুল্য সেক্ষেত্রে সেনসেক্স ১ লাখের ঘর ছাপিয়ে চলে যাবে আরও অনেকটাই ওপরে। এত কিছু বড় টার্গেট বেঁধে দেওয়া হলেও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণেও যে চিত্র ধরা পড়ছে তা বলছে নিফটি আগামী বছর খানেক সময়ের মধ্যে ২৩–২৫ হাজারে চলে যেতে পারে। মোটের ওপর সবাই যেন ধরেই নিয়েছেন যে ভারতীয় অর্থ বাজার এই মোদী–রাজ অব্যাহত থাকতে চলেছে। সামনের লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতেও। সেক্ষেত্রে ২০২৪ পর্যন্ত বিজেপি রাজ চলার প্রভূত সম্ভাবনা। আর এখন ২০২১–এর শেষ। অর্থাৎ সামনের এই ৩ বছরের মধ্যে বড় কোনও অঘটন না ঘটলে একটা অসম্ভব স্থিতিশীলতা চলে আসবে শেয়ার বাজারের অভ্যন্তরে। এর পিছনে আরও কয়েকটি উপাদান অবশ্য কাজ করছে। তার মধ্যে জিএসটি চালু হওয়া, ভালো বর্ষা, দেশি–বিদেশি ফান্ডগুলির ভারতের বাজারের প্রতি আস্থা পোষণ করা, নোটবন্দি পরবর্তী বেশ কয়েকটি নির্বাচনে বিজেপির তাক লাগানো ফলাফল করা, রাজ্যসভায় আগামী বছর খানেকের মধ্যে ঘাটতি মিটিয়ে নেওয়া, মোদির সংস্কার রথ অব্যাহত থাকা, সুদের হার নিরন্তর কমতে থাকা ইত্যাদি এতগুলো ইতিবাচক খবর রয়েছে যা ভারতের বাজারকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে পুরোদমে।

এর সঙ্গে ভারতের শেয়ার বাজারের এই অভূতপূর্ব উচ্চতায় চলে যাওয়ার পিছনে চিনের সর্বনাশও একটা অত্যন্ত বড় কারণ। চিনের সর্বনাশেই কার্যত ভরা জ্যৈষ্ঠের মধ্যেও পৌষ মাস ভারতের শেয়ার বাজারে। চিন থেকে গত ১–২ বছর ধরেই বিপুল পরিমাণ টাকা তুলে নিতে দেখা যাচ্ছে বিদেশি এফআইআইদের। তাঁরাই হয়তো এখন ভারতের বাজারে সেই টাকা লগ্নি করতে শুরু করেছেন। তার সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে ভারতের শেয়ার বাজার জুড়ে ডোমেস্টিক বা দেশি ফান্ডের ক্রমবর্ধমান শক্তি বাড়িয়ে তোলা। গত এক বছর তো বিদেশিদের কার্যত সাইডলাইনে রেখে ভারতের অর্থ বাজারের ব্যাটন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে ডিআইআই বা মিউচুয়াল ফান্ডগুলি। এই কর্তৃত্ব খুব সহজে ডোমেস্টিকরা ছেড়ে দেবেন বলে মনেও হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে এই অর্থবর্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ মার্চ–এপ্রিল পর্যন্ত ফান্ড–এর জোগান অব্যাহত থাকতে পারে। এমতাবস্থায় নিফটির পক্ষে ২২ হাজার ছুঁয়ে ফেলাও খুব একটা অসম্ভব নয় বলেই মনে হচ্ছে। তবে কাজ করতে হবে কড়া স্টপ লস মেনেই।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১ জানুয়ারি – ৭ জানুয়ারি ২০২২

মেষ : উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যের যোগ রয়েছে গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে সপ্তাহের শেষের দিন থেকে শুভফলের যোগ রয়েছে। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ লাভ করবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে।

বৃষ : মানসিক দৃঢ়তার জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করতে সমর্থ হবেন। যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

মিথুন : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। দায়িত্বমূলক কাজের জন্য আপনি সম্মানিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার দ্বারা ক্ষতি। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন।

কর্কট : নিজের চেষ্টায় উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভফলের কারক। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য আপনি সম্মানিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে বাধা এলেও সাফল্য।

সিংহ : মাথা উঁচু করে চলতে পারবেন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শুভফলের যোগ রয়েছে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রসর হবেন না। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

কন্যা : বহু বাধা বিঘ্ন আসা সত্ত্বেও আপনি জয়লাভ করবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে তেমন শুভফল পাবেন না। বেকারত্বের অবসান ঘটবে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ হবে।

তুলা : লেখাপড়ায় ভালফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। বুদ্ধি ভ্রংশের ফলে ক্ষতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে। জ্বর পীড়াদির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভদায়ক। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ ফলের কারক শিক্ষায় বাধা এলেও সাফল্য পাবেন।

ধনু : উন্নত চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে। সাবধানে চলবেন। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে অনেক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে হবে। ব্যবসায় উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : বন্ধুদের থেকে সতর্ক থাকবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। ঠান্ডাজনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক উন্নতি কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটবে। দায়িত্ববহুল কাজে অগ্রসর হবেন। শত্রুতার যোগ।

কুম্ভ : ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। এই সময় মান–সম্মান যথেষ্ট পাবেন। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। বন্ধুদের সাথে সাবধানে মিশতে হবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় সাবধান থাকবেন।

মীন : লেখাপড়ায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। খাওয়া দাওয়া সাবধানে করতে হবে। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ার যোগ রয়েছে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলুন।

উত্তরের আঙিনায়

পুরসভা নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি শহরে আসন্ন পুরসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গিয়েছে। নতুন বছরের জানুয়ারি মাসে ২২ তারিখ শিলিগুড়ি পুরসভার নির্বাচন। ইতিমধ্যেই শাসক এবং বিরোধী দলগুলি জোর কদমে নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়েছে। সোমবার রাতে দলীয় রঙের তুলি দিয়ে দেওয়ালে ঘাসফুল আঁকেন প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা শিলিগুড়ি পুরো নিগমের প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য রঞ্জন সরকার। এরপর তিনি জানিয়েছেন ৪০ বছর ধরে শিলিগুড়িতে উন্নয়ন ব্যাহত রয়েছে। শিলিগুড়িবাসী উন্নয়ন চায়। তিনি আশাবাদী আগামী শিলিগুড়ি পুরসভার নির্বাচনে মা মাটি মানুষের তৃণমূল কংগ্রেসকে নির্বাচিত করবে শহরবাসী।

মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক গৃহবধূকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল ছয় প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাকে তপনের গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর তাকে বহরমপুর এর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরে তপন এলাকার সাইদুর গ্রামে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে ওই মহিলা বাড়িতে তার নাবালক শিশুর সঙ্গে একাই থাকতেন। তার স্বামী বাইরে শ্রমিকের কাজ করে। ঘটনার দিন ছজন প্রতিবেশী ওই মহিলাকে বাড়ির থেকে বের করে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর শুরু করে। মহিলা কাকুতি–মিনতি করলেও তার কথায় কেউ কান দেয়নি। এরপর তার তার নাবালক শিশুর চিৎকারে আশেপাশে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। তারাই মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে। ওই মহিলার ভাই স্থানীয় থানায় অভিযুক্তদের নামে ডায়েরি করেছে।

আবারও মানুষ ও বন্যপ্রাণী সংঘাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঘ, হাতি, ভাল্লুকের পর এবার বাইসনের হামলায় গুরুতর আহত হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি বনবিভাগের মরাঘাট রেঞ্জের অন্তর্গত এলাকায়। আহত ব্যক্তির নাম ধদেয়া রায় (৪০)। জানা গেছে ধূপগুড়ি ব্লকের নিরঞ্জনপাট এলাকার বাসিন্দা ধদেয়া রায় এদিন সকাল থেকে চা বাগানে কাজ করছিলেন। সেসময় তিনি আচমকা বাইসনের মুখোমুখি হয়ে পড়েন । বাইসনের সিংয়ের গুতোয় গুরুতর আহত হন তিনি। কোমরে ও পায়ে বিশাল ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। এরপর তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয় রোগীকে। উল্লেখ্য সেই বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকায় প্রায়শই জঙ্গল থেকে লোকালয়ে চলে আসে বন্যপ্রাণী। মূলত খাবারের খোঁজেই লোকালয়ে চলে আসে। এরফলে অনেক সময় মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত হয়।

মদ বিরোধী অভিযানে প্রমিলাবাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : এলাকাকে নেশা মুক্ত করতে প্ল্যাকার্ড হাতে মাঠে নামলেন প্রমিলাবাহিনী। রবিবার ময়নাগুড়ির উত্তর মাধাবডাচার কদমতলা এলাকায় এই অভিযান করেন স্থানীয়রা। এদিন প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে সেই এলাকায় স্লোগান দিয়ে অভিযান করেন মহিলা কমিটি। তাদের অভিযোগ, এলাকায় এক যুবক একটি মদের দোকান খুলবেন। সেটা তারা বন্ধের দাবি জানান। তাদের আরও অভিযোগ, এলাকায় একটি পুরনো মন্দির আছে ২০০ মিটারের মধ্যেই একটি আইসিডিএস সেন্টার রয়েছে। এই অবস্থায় কীভাবে একটি ওয়াইন্ড শপ খুলছে। তাই তারা এর বিরোধিতা করে একটি মদ বিরোধী মিছিল করেন। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ জন মহিলা এই মিছিল করেন। তারা কোনো মতেই সেখানে মদের দোকান খুলতে দেবেন না। স্থানীয় বাসিন্দা তথা মহিলা কমিটির সদস্য মায়া রায় ও পার্বতী রায়রা বলেন, আমাদের এই এলাকায় এক অপরিচিত যুবক মদের দোকান খুলছেন যা আমরা হতে দেব না। এখানেই পাশেই একটি মন্দির আছে, আইসিডিএস সেন্টার আছে, এলাকার বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আমরা এখানে এই দোকান খুলতে দেব না। প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো মন্দির এর পুরোহিত নীলকান্ত দেওবংশী ঠাকুর বলেন, একটা ধর্মীয় স্থানের পাশে মদের দোকান আমরা মেনে নেবো না। আমি মন্দিরের সূচনা থেকেই এই মন্দিরে পুজো করছি। এই মন্দিরের পাশে মদের দোকান আমরা কোনো ভাবেই মেনে নেব না।

যদিও ওই খাবারের দোকানের মালিকের দাবি, সেখানে কোনো ওয়াইন্ড শপ খোলা হবে না। সেখানে একটি রেস্টুরেন্ট কাম বার খোলা হবে। যার জন্য তিনি আইনগত ভাবে লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করেছেন। যদিও এখনো লাইসেন্স তিনি পাননি। এই বিষয়ে রেস্টুরেন্ট এর মালিক অবনিশ রায় বলেন, এখানে কোনো মদের দোকান হবে না। আমি একটি রেস্টুরেন্ট এবং বার –এর জন্য আবেদন করেছি। আমি সরকারি লাইসেন্স নিয়েই এই রেস্টুরেন্ট কাম বার খুলবো। যারা অভিযোগ করেছেন তারা এই বিষয়ে আমাকে কোনো কিছু জানান।

মাকুমে শুরু হলো প্রকৃতি পাঠ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনার কারণে এত দিন ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলো স্কুল ছাত্রছাত্রীরা। যার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মানসিক চাপ বাড়ছিলো। তাই এই মানসিক চাপ দূর করতে এবং পাহাড়ি এলাকার মতো প্রতিকূল পরিবেশে থেকে কীভাবে শারীরিক দক্ষতা বাড়ানো যায়, তা শিখতেই প্রায় ১৪৪ জন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শুরু হলো প্রাকৃতিক পাঠ শিবির। এদের মধ্যে ৩০ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। সবুজ পতাকা নেড়ে এই শিবিরের উদ্বোধন করেন আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক। উপস্থিত ছিলেন তারঘেরা বন দপ্তরের রেঞ্জার কুনাল বর্মন, মাল ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস–এর সভাপতি তমাল ঘোষ, অঞ্চল সভাপতি সুকান্ত চৌধুরী, ন্যাসের সেক্রেটারি নফসর আলী। ওদলাবাড়ি প্রকৃতি প্রেমী সংগঠন নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটির পক্ষ রবিবার থেকে শুরু হলো পাঁচ দিনের প্রকৃতি পাঠ শিবির। কালিম্পং জেলার লোয়ার মাকুম শুরু হলো এই শিবির। আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক বলেন, এই সংঠনকে ধন্যবাদ জানাই। এত জন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পাহাড়ি এলাকায় যে শিবির হচ্ছে, তারজন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের এবং পরিশ্রমের। এই সংগঠনের সদস্যরা গত কয়েকদিন যাবত অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই শিবির করছে। এই শিবিরে ছাত্রছাত্রীদের যেসব জিনিস শেখানো হবে, তাতে তাদের মানসিক বিকাশ ঘটবে এবং স্কুল জীবনেও কাজে লাগবে। নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ নন্দী বলেন, এটা আমাদের ২১ তম শিবির। শিলিগুড়ি কলেজ, মালবাজার কলেজ, মালদা, কলকাতাসহ বিভিন্ন এলাকার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই শিবির হচ্ছে। আগামি পাঁচ দিন পাহাড়ি এবং নদী সংলগ্ন মাকুম এলাকায় তাবু টাঙিয়ে চলবে এই শিবির। ছাত্রছাত্রীদের শেখানো হবে রিভার ক্রসিং, মাউন্টেনিং, গাছ, সাপ চেনানো। রাতে বেলায় কিভাবে তাবু টাঙিয়ে সেখানে থাকতে হয় ইত্যাদি। এই শিবিরে ৩০ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরাও রয়েছে। তবে সবাইকে করোনা বিধি মেনেই ক্যাম্পে থাকতে হবে। এই শিবির থেকে ছাত্রছাত্রীরা যা শিখবে তা পরবর্তীতে পড়াশুনার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে তাদের।

বরফে আবৃত দার্জিলিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : বছর শেষ হতে আর দুদিন বাকি তার আগেই বরফে আবৃত দার্জিলিং। দার্জিলিংয়ে তুষারপাতের কারণে খুশির হাওয়া পর্যটকদের মধ্যে। এই তুষারপাতের কারণে পর্যটন ব্যবসায়ীরা দারুণভাবে খুশি। পর্যটন ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন তুষারপাতের কারণে প্রচুর পর্যটকের সমাবেশ ঘটবে পাহাড়ে তারা এই ব্যাপারে আশাবাদী। মঙ্গলবার রাত থেকেই দার্জিলিং এর তাপমাত্রা ক্রমশ নামতে থাকে। বুধবার সকালে হিমাঙ্কের কাছাকাছি অবস্থান করে তাপমাত্রা। এর পরেই তুষারপাত শুরু হয় দার্জিলিংয়ের সান্দাকুফু, টাইগার হিলে। পরবর্তী সময়ে দার্জিলিংয়ের আরো বেশ কয়েক জায়গায় তুষারপাত হয় বলে জানা গিয়েছে। এই অপরূপ দৃশ্য

দেখতে রাস্তায় নেমে পড়েন প্রচুর মানুষ। দার্জিলিংয়ের তুষারপাতের কারণে শিলিগুড়ির তাপমাত্রা এক ধাক্কায় অনেকটাই নিচে নেমে গিয়েছে। বুধবার সকাল থেকে শহর শিলিগুড়িতে রোদের দেখা পাওয়া যায়নি । বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে খুব একটা কেউ বের হয়নি। কুয়াশা এবং উত্তরের হাওয়ার দাপটে শিলিগুড়ির মানুষ জবুথুবু। দার্জিলিং শহরের তাপমাত্রাও সকালে ছিল হিমাঙ্কের কাছাকাছি। শুধু দার্জিলিং কালিম্পং লাভা, রিশপ এলাকায় তুষারপাত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাহাড়ের তুষারপাতের খবর শুনে সমতল থেকে প্রচুর মানুষ তা দেখতে ছুটে চলে যান। এই কারণে গোটা দার্জিলিং–এর বিভিন্ন জায়গায় যানজটের সৃষ্টি হয়। যা সামাল দিতে পুলিশের রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে দার্জিলিং ও গোটা উত্তরবঙ্গের জুড়ে আগামী কিছুদিনের শীতের দাপট অব্যাহত থাকবে।

রাস্তা সম্প্রসারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ত দফতরের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে ময়নাগুড়ি নতুন বাজার থেকে রামশাই পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ। আর তা নিয়েই ময়নাগুড়ি সমষ্টি উন্নয়ন অধিকরণে একটি বৈঠক করা হলো বিডিওর পক্ষ থেকে। রাস্তাটি কতটা সম্প্রসারিত হচ্ছে বা দোকান কতদূর ভাঙা যাবে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে। সেই সমস্ত ব্যবসায়ী নির্দিষ্ট জনপ্রতিনিধি সব ময়নাগুড়ির বিডিওকে লিখিত আকারে বিষয়টি জানান। এই বৈঠকে হাজির ছিলেন ময়নাগুড়ির বিডিও শুভ্র নন্দী, পূর্ত দফতরের অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার দীপঙ্কর মন্ডল, ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিবম রায় বসুনিয়া, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কুমুদ রঞ্জন রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মনোজ রায়, খাগড়াবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সীমা রায়, আমগুড়ির প্রধান দিলীপ রায়, রামশাই প্রধান রত্নেশ্বর রায় সহ প্রমুখ।

শব্দবার্তা ১৮০

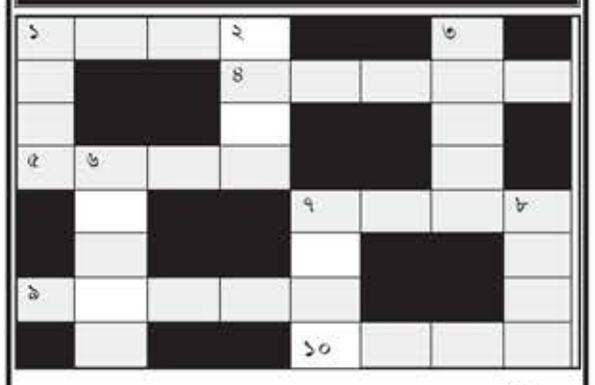

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। প্রশ্রয় ৪। মৃত্যুর দশা, মুমূর্ষ ৫। (আল.) অতি সহজ ব্যাপার ৭। নগরের অধিবাসিনী ৯। বৃষ্টির জলে উৎপন্ন শস্যে প্রতিপালিত ১০। তাঞ্জোরের বর্তমান নাম।

উপর–নীচ

১। সামনে ও পিছনে ২। –ময়দান ৩। পরপর, ক্রমাগত ৬। চিঠি আসার জন্য গৃহদ্বারে রাখা বাক্স বিশেষ ৭। অন্তর্ঘাত ৮। উপযোগী, ফলদায়ক।

সমাধান : আগামী সংখ্যায়

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

শ্যামপুকুর আস্থা ও নতুন স্বপ্ন–র বড়দিনের উৎসব

সঞ্জয় চক্রবর্তী : উত্তর কলকাতার দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী সংগঠন শ্যামপুকুর আস্থা ও নতুন স্বপ্ন–র উদ্যোগে ২৫ ডিসেম্বর ২০২১ সকাল ৯টায় শতাধিক দৃষ্টিহীন মানুষদের নিয়ে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার মোড় থেকে জগৎ মুখার্জী পার্ক পর্যন্ত পদযাত্রা আয়োজন করা হয়। ১০টা থেকে দুপুর ৩টে জগৎ মুখার্জী পার্কে অনুষ্ঠিত হল বড়দিনের উৎসব ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শ্রীমৎ স্বামী বরুণ মহারাজ, বাগবাজার মায়ের বাড়ির উদ্বোধন কার্যালয়। সংস্থার পতাকা উত্তোলন করেন সম্পাদকদ্বয় বামাপ্রসাদ দত্ত ও মনীন্দ্র পাল। ভগবান যীশুর পদধূলিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন কাউন্সিলর সুব্রত ব্যানার্জী। সভাপতিত্ব করেন রাম অবতার জাগোটিয়া। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন দৃষ্টিহীন সঙ্গীতশিল্পী সঙ্গীতা মণ্ডল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সকলের মন ভরিয়ে তোলেন দৃষ্টিহীন সঙ্গীতশিল্পী সুরজিত মণ্ডল ও ক্ষ্যাপাদাস বাউল। অনুষ্ঠানে

শতাধিক বিশেষ সুবিধাযুক্ত মানুষদের হাতে উপহার তুলে দেওয়া হয় এবং ১০ জন দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীর হাতে হকার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। ১৪ জন দৃষ্টিহীন রক্তদাতাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়। সংস্থার সম্পাদক বামাপ্রসাদ দত্ত বলেন আমরা প্রতিমাসে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় প্রায় তিন শতাধিক দৃষ্টিহীন মানুষকে বিনামূল্যে রেশন বিতরণ করে থাকি। এদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলাই আমাদের সংস্থার মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া সারা বছর আমরা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে রক্তদান শিবির, বস্ত্র বিতরণ, কম্বল বিতরণ, গণবিবাহ নানা অনুষ্ঠানে সামিল হয়ে থাকি। উপস্থিত ছিলেন মানিকতলা অ্যাসেম্বলির পর্যবেক্ষক শ্রেয়া পাণ্ডে, পুরপিতা সুব্রত ব্যানার্জী, খাতড়া অধিবাসী কালচার অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট সেন্টারের সম্পাদক লক্ষীন্দ্র কুমার সরকার, কুমারটুলি সেবা সমিতির সম্পাদক গৌতম ঘোষাল, হিউম্যান রাইটস সিপিডিআর ইন্ডিয়ার সম্পাদক অতীন্দ্র ঘোষ, প্রাক্তন প্রিন্সিপাল অশোক চৌধুরী ও সুমিত্রা চৌধুরী, ভাণ্ডারগাছা বিবেকানন্দ সেবা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীধর চ্যাটার্জী, নিবেদিতা লেন নবীন সংঘ ও শ্যামপুকুর পল্লীমঙ্গল সমিতির সম্পাদক কালীপদ নন্দী, শ্যামপুকুর আদি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত, সমাজসেবী শুভাশীস চক্রবর্তী, তারক সাহা, গোপাল কোচড় প্রমুখ। অতিথিদের বরণ করে নেন দিব্যশ্রী দত্ত, অঞ্জনা পাল, বাসন্তী নাগ, সুশান্ত কর্মকার, জয়ন্ত রায়, প্রসেনজিৎ বসাক, বিশ্বজিৎ দত্ত। অনুষ্ঠানটি আশিস ঘোষের সঞ্চালনায় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

স্বামীর ছোঁড়া গুলিতে জখম স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও জোর করে বিয়ে। এবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যখন প্রথম পক্ষের কথা জানতে পারে সেই সময় বাধে বিপত্তি। শুরু হয় স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি। এরপরই চরম পদক্ষেপ নেয় যুবক। ঘুমন্ত স্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় স্বামী। গুরুতর জখম অবস্থায় গৃহবধূ বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে এখনো চিকিৎসাধীন। তাঁর পেটে গুলি লেগেছে।ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানার অন্তর্গত ঢোষা–চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপী গ্রামে। বছর পাঁচেক আগেই গ্রামেরই যুবক সাবিরুল শেখ ভয় দেখিয়ে জোর করে আয়েষাকে বিয়ে করে বলে অভিযোগ। স্বামীর প্রথম স্ত্রীর কথা জানতে পারেন ওই গৃহবধূ। এরপর প্রতিদিনই স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে কলহ চলতো বলে প্রতিবেশীদের দাবি। এমনকি বেশকিছু দিন আগে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে চরম গণ্ডগোল হলে সাবিরুল শ্বশুরের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায়। পরে গ্রামে সালিশি সভা হয় এবং ওই দম্পতি আবারও সংসার করতে থাকে। সোমবার এলাকার মনসাতলায় তৃণমূলের একটি জনসভা ছিল। তিলপি গ্রামের সমস্ত মানুষজন সেই জনসভায় গিয়েছিলেন। গ্রাম প্রায় জনমানব শূন্য ছিল।আয়েষার শরীর খারাপ থাকায় ঘরের মধ্যে বিছানায় ঘুমিয়েছিলেন। সুযোগ বুঝে সাবিরুল ঘরের মধ্যে ঢুকে স্ত্রীর পেটে গুলি চালিয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে ওই গৃহবধূ। পরিবারের অন্যান্যরা মিটিং থেকে ফিরে এসে দেখেন ঘরের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থা ওই গৃহবধূ পড়ে রয়েছেন। তাঁরা গ্রামবাসীদের সাহায্যে ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে প্রথমে পদ্মেরহাট হাসপাতালে নিয়ে যায় পরে সেখান থেকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় ওই গৃহবধূকে। ঘটনার খবর পেয়ে তিলপি গ্রামে হাজির হয় জয়নগর থানার পুলিশ। অভিযুক্তের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। তবে মঙ্গলবারও পুলিশ সাবিরুলকে ধরতে পারে নি।

নুঙ্গির খেয়াঘাট ওপারে হাওড়া জেলার হিরাপুর ঘাট রোজগার চিত্র পাশে জেটিঘাটের উদ্বোধন হলেও সেটা আজও বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। অথচ এইরকম ভাবে হুগলি নদীর উপর দিয়ে বিপজ্জনকভাবে পারাপার হয় যাত্রীরা যখন ভাটা পড়ে যায় অনেক দূর থেকে কাদা পাড়িয়ে পারে উঠতে হয় এবারে মহেশতলা পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ড সামনেই মহেশতলা পুরসভার ভোটের গণনা হবে এই জেটিঘাট কী ঠিক হবে এলাকার মানুষের এটাই জিজ্ঞাস্য। ছবি: অরুণ লোধ

লোকাল চালুর দাবিতে আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোকাল ট্রেন খেটে খাওয়া মানুষের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। কোভিড পরিস্থিতি বেশ কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পরে গত মাসে লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু করে রেল দফতর। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার সবচেয়ে দীর্ঘতম রেলপথ লক্ষ্মীকান্তপুর নামখানা লাইনে প্রচুর ভিড় হওয়ার কারণে তিন বছর আগে লক্ষ্মীকান্তপুর বারুইপুর ভায়া ডায়মন্ড হারবার লোকাল চালু করে রেল দফতর। যেটি প্রতিদিন সকাল ৮.২০ মিনিটে লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে বারুইপুরের উদ্দেশে রওনা দিত। কিন্তু গতমাসে সব লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু হলেও চালু করা হয়নি এই লোকালটি। আর তার ফলে সমস্যায় পড়েছে অফিস যাত্রী সহ সাধারণ যাত্রীরা। আর এ ব্যাপারে রেল দফতরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পথে নেমে আন্দোলন করছে এসইউসিআই। ইতিমধ্যে তাঁরা এই সম্পর্কিত পোস্টার সব স্টেশনে মারার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সাক্ষর সংগ্রহ করছে। ছোট খাটো সভা করছে। এ ব্যাপারে এসইউসির জয়নগর মজিলপুর টাউন সভাপতি প্রবীর বৈদ্য বলেন,আমরা সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করি। তাই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জন্য আমরা কাজ করছি। কেন আচমকা এই ভিড় প্রবণ লাইনে সকালে অফিস টাইমে লোকাল বন্ধ করলো সে ব্যাপারে আমরা রেল দফতরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। সাধারণ মানুষের সাক্ষর সংগ্রহ করে আমরা রেলের ডিআরএমের কাছে তা জমা দেব। আর দ্রুত এই লাইনে ওই লোকাল ট্রেন চালু না হলে আমরা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবো। জয়নগরের কয়েকজন নিত্য যাত্রী বলেন,আমাদের মতো খেটে খাওয়া মানুষের জন্য দ্রুত আবার লোকাল ট্রেনটি চালুর দাবি করছি। এ ব্যাপারে রেল দফতরের এক আধিকারিক বলেন, আমাদের রেক কম থাকার জন্য সমস্যা হচ্ছে। তবে দ্রুত যাতে আবার ওই লাইনে লোকাল ট্রেনটি চালু করা যায় সেটা দেখা হচ্ছে।

পরিবেশ বান্ধব নদী বাঁধের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইন থাকা সত্ত্বেও সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ না পাওয়া, সুন্দরবনের মৎস্যজীবী ও মৌলিদের জীবিকা কেড়ে নেওয়ার সরকারি ষড়যন্ত্র, গত ২০ বছরে সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃতের পরিবারদের সরকারি চাকরি, পেনশনের ব্যবস্থা, সুন্দরবনে থাকা আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষাকে স্কুল পাঠক্রমে জায়গা দেওয়া,খেজুর ও তাল গুড়ের কারিগর শিউলিদের দুর্ঘটনা জনিত বিমা সহ ১০ দফা দাবি নিয়ে সুন্দরবন বাঁচানোর লক্ষ্যে রবিবার সকালে জয়নগর প্রিয়নাথের মোড় থেকে দুদিনের সাইকেল যাত্রা শুরু করা হয় জয়নগরের প্রিয়নাথের মোড় থেকে। এদিন এই সাইকেল যাত্রায় তিরিশ জনের অধিক সুন্দরবন প্রেমী মানুষ অংশ নেন। মনিরতট, ঢাকি, কাঁটামারি হয়ে গোসাবা অবধি সচেতনতার বার্তা নিয়ে পরিভ্রমণ করে এই দলটি। যাত্রাপথে বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে সুন্দরবন বাঁচানোর শপথ নেওয়া হয় সুন্দরবনের মানুষের কাছ থেকে। সোমবার গোসাবার মানুষকে সাথে এই সাইকেল যাত্রা শেষ করে এপিডিআর। সুন্দরবনের মানুষের জীবন জীবিকা ও সুন্দরবন বাঁচানোর জন্য তাঁরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনও করবে জানালেন এপিডিআরের জেলা সম্পাদক।

বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে সচেতনতা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানার অন্তর্গত সাউথ বাওয়ালী অঞ্চলের মহেশ্বরপুর গ্রামে এক পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ ডাঙা থেকে বনদফতর গত ২১ ডিসেম্বর এক জোড়া বিশালাকার চন্দ্রবোড়া সাপ উদ্ধার করল। কয়েকদিন ধরেই এলাকার বাসিন্দারা দেখছিল যে একটু কড়া রোদ উঠলেই দুটো ময়াল সাপের মতো দেখতে প্রাণী বেরিয়ে আসছে গর্ত থেকে। আবার ঢুকে যাচ্ছে। গ্রামে একটা আতঙ্ক ছড়ায় ওই গ্রাম থেকে একজন এই প্রতিবেদককে বিষয়টি ফোন করে জানায়। ওই গ্রামেরই বাসিন্দা পলাশ বিশ্বাস জেলা পরিষদের সদস্য তথা বনভূমি দফতরের স্থায়ী সদস্য সেখ বাপীকে বিষয়টি জানান। প্রতিবেদকও সেখ বাপীকে বিষয়টি দেখতে বলেন। ওই জেলা পরিষদের সদস্য তৎপরতার সঙ্গে বিষয়টি জেলা বনাধিকারিককে জানান। তারপর বনদফতরের কর্মীরা জোড়া চন্দ্রবোড়া উদ্ধার করে নিয়ে যায়। প্রসঙ্গত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইদানিং মানুষ যথেষ্ট সচেতন হয়েছে। হুটহাট করে এখন কেউ আর বিরল প্রজাতীর প্রাণী বা সাপ মেরে ফেলে না। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন্যপ্রাণীকে বাঁচানো আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব।

ব্যবসায়ীকে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি : যুগবেড়িয়া শহরপুরের ব্যবসায়ী হাসপাতাল যাবার উদ্দেশ্যে চার চাকার গাড়ি (মাহিন্দ্রা এক্স ইউ ভি ৫০০ গাড়ির নং WB 12C 9443) নিয়ে সাজিরহাট ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্পে গাড়ির তেল ভরে বেরিয়ে গাড়ির চাকায় হাওয়া দেবার জন্য গ্যারেজের সামনে এসে চাকায় হাওয়া দিতে গেলে উপস্থিত এক যুবক ও যুবতী ব্যবসায়ীকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। শুরু হয় বাক বিতন্ডা। কটু কথা। তারপর যুবক মদ্যপ অবস্থায় আচমকাই হাওয়ার পাইপের ভারী পিতলের মুখ দিয়ে সজোরে ব্যবসায়ীর মাথায় ও কপালে বাড়ি মারলে ব্যবসায়ী রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীর। অচৈতন্য অবস্থায় মাথা ও কপাল দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরতে থাকে। ঘটনাস্থলে স্থানীয় প্রতিবেশী ও কর্তব্যরত পুলিশ এসে যুবককে উদ্ধার করে। পানিহাটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যবসায়ী শহরপুর নিবাসী বিজন সাহার (৪৬) মাথায় চারটি সেলাই পরে। গুরুতর ভাবে জখম হন ব্যবসায়ী। এলাকায় ব্যপক উত্তেজনা ছড়ায়। নববারাকপুর থানার পুলিশ লেনিনগড় জি ব্লকের বাসিন্দা পার্থ চৌধুরী (৩০)কে মারধরের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে ব্যারাকপুর কোর্টে চালান করে শুক্রবার। পুলিশ জানায়। কেস নং ৪৯৫/২১। ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের ৩৪১,৩২৫,৩০৮ ধারায় মামলা রুজু করা হয়। যুবতী পলাতক।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেপোরায়া যান চলাচলে পথ দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে। এবার বারুইপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই তরুণীর। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই তরুণীর। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার রামনগর এলাকায়। নিহতের নাম শিবানী মন্ডল (২৫)। রাম নগর এলাকার বাসিন্দা তিনি। ঘটনায় শিবানীর এক সঙ্গীও গুরুতর জখম। তাকে কলকাতায় পাঠাবার পথেই মৃত্যু ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, এ দিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ক্যানিং এর উত্তরভাগে কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন শিবানী ও তাঁর এক সঙ্গী মুর্শিদা ঢালী। সেই সময় ক্যানিং থেকে বারুইপুর গামী একটি মুরগি বোঝাই মিনি ট্রাক ধাক্কা মারে তাদেরকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শিবানীর। গুরুতর জখম হন মুর্শিদা ঢালী নামে আরও এক তরুণী। তাকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে প্রথমে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতাল ও পরে কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথেই রাস্তায় গাড়িতেই মৃত্যু হয় তাঁর। অন্যদিকে ঘাতক গাড়িটিকে স্থানীয়রা আটক করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

মোয়া হাবের জায়গা নিয়ে জটিলতা কাটছে

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায় : জয়নগরে মোয়া হাবের জায়গা নিয়ে জটিলতা কাটতে চলেছে অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে। বুধবার গঙ্গা সাগরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়নগরের সমস্যা কিছু জানতে চাইলে জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল বলেন, জয়নগরে মোয়া বিশ্ব বিখ্যাত। এই মোয়াকে নিয়ে হাব তৈরির দাবি জানিয়ে আসছিল জয়নগরের এক মোয়া সংগঠন। তাদের উদ্যোগে জয়নগর মজিলপুর পুরসভার তৎকালীন পুর প্রশাসক সুজিত সরখেলের সহায়তায় পুরসভার দেওয়া ২ নং ওয়ার্ডের জয়নগর মিত্রগঞ্জ হাটের ভেতর মোয়া হাবের জন্য আমি জায়গা পরিদর্শন করি। পরে খাদি উদ্যোগের পক্ষ থেকেও জায়গা দেখা হয় কিন্তু তারপর আর কোনও কাজ এগোয় নি। জায়গার সমস্যা দেখিয়ে কাজটা ফেলে রাখা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ জয়নগরে মোয়া হাব ও খেজুর হাবের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য খাদি দপ্তরকে বলেন। এবং এই মোয়াকে বিশ্ব বাংলার স্টলে রাখতেও বলেন। রপ্তানি বাণিজ্যে গুণগত মান বজায় রাখতে জয়নগরের সুস্বাদু মোয়াকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে প্যাকেট জাত করার জন্য কয়েক কোটি টাকার মেশিন বসিয়ে মোয়া হাব নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু বছর শেষ হতে হলেও মোয়া হাবের জায়গা নিয়ে জটিলতা অব্যাহত। কাজই শুরু হল না মোয়া হাবের। আর এই কাজ করার কথা খাদি গ্রামীণ বোর্ডের। এর জেরে চরম ক্ষুব্ধ জয়নগর–বহড়ুর মোয়া ব্যবসায়ীরা। ক্ষুব্ধ জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। তিনি বলেন, মোয়া হাব নির্মাণের জন্য বারে বারে উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু খাদি বোর্ডের গড়িমসির জন্যই কোনো কাজ এগোয়নি। এই ব্যাপারে জয়নগর মজিলপুর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রশাসক সুজিত সরখেল বলেন, এই কাজের জন্য ১ কোটি টাকার বেশি বিদেশ থেকে আনা অত্যাধুনিক প্যাকেজিং মেশিন বিমানবন্দরে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। মোয়া হাবের জন্য পুর এলাকায় জায়গা দেখে তা প্ল্যানিং করে গত ফেব্রুয়ারি মাসে জেলাশাসক ও খাদি বোর্ডে পাঠাই আমি। এমনকী, খাদি গ্রামীণ বোর্ডের কর্তারা নিজেরা ও এসে জায়গা এসে দেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু বারে বারে তাঁদের টালাবাহানার জন্যই কাজ এগোয়নি। যদিও খাদি গ্রামীণ বোর্ডের পিনাকী দত্ত বলেন, জায়গার জন্য কাজ হয়নি। যে জায়গাটি বাছা হয়েছিল তা ঠিক ছিল না। বিমানবন্দরে মেশিন পড়ে থাকার কথা মিথ্যে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এই ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্নের জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়ছে দেশ–বিদেশে। আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন সহ একাধিক দেশে ভালোই রপ্তানি হয়েছিল মোয়ার। এই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই প্যাকেজিং এর উপর জোর দেওয়া হয়। সেই কারণেই বহু জটিলতার পর গত ফেব্রুয়ারি মাসে সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল উদ্যোগ নেন এই সমস্যা সমাধানের। তিনি এই কাজে পাশে পান জয়নগর–মজিলপুর পুরসভার কংগ্রেসের প্রাক্তন পুর প্রশাসক সুজিত সরখেলকে। পুর এলাকার মিত্রগঞ্জ হাটের দু'টি ঘরও দেখা হয় এই মেশিন বসানোর জন্য। সাংসদ, প্রাক্তন পুরপ্রশাসক, খাদি গ্রামীণ বোর্ডের কর্তারাও সেই জায়গা খতিয়ে দেখে দ্রুত যাতে কাজ শুরু করা যায় আলোচনাও করেন। সেখানে ১১০০ স্কোয়ার ফুট জায়গাও পাওয়া যায়। কিন্তু কাজ থমকে যায়। এর পরে ১৭ ই আগস্ট জয়নগর–মজিলপুর পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের বদল হয়, প্রাক্তন পুর প্রশাসক সুজিত সরখেলকে সরিয়ে প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারপার্সন করা হয় তৃণমূলের সুকুমার হালদারকে। এই মোয়া হাবের জন্য প্রথম থেকেই সাংসদ, পুর প্রশাসক, খাদি বোর্ড সহ প্রশাসনিক জায়গায় ছোটা ছুটি করে জয়নগরের মোয়া ও মিষ্টান্ন উদ্যোগ সমিতি। সেই সমিতির সভাপতি বহড়ুর মোয়া ব্যবসায়ী রঞ্জিত ঘোষ বলেন, সাংসদ প্রতিমা মন্ডল ও সেই সময়ের পুরপ্রশাসক সুজিত সরখেলের জন্য মোয়া হাবের কাজ এগোচ্ছিল। কিন্তু কেন হঠাৎ করে সব ধামাচাপা পরে গেল বুঝতে পারছি না। তবে দ্রুত এই কাজটি শেষ হলে কয়েক হাজার মোয়ার সাথে যুক্ত মানুষ উপকৃত হবেন। এই সমিতির সম্পাদক জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ী খোকন দাস বলেন, ভালো গুনগত মোয়াকে বাঁচাতে এই মোয়া হাবের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হওয়া দরকার। জায়গা ঠিক হবার পরেও কেন এই কাজে গড়িমসি হচ্ছে জানি না। তবে সরকারের কাছে আশা রাখবো যাতে কাজটি তাড়াতাড়ি শেষ করা হয়। প্যাকেজিং মেশিন বসলে মোয়া রপ্তানিতে আরও সুবিধা হবে। জয়নগর মজিলপুর পুরসভার বর্তমান পুর প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারপার্সন সুকুমার হালদার বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সাগরের বৈঠকের পরের দিনই পুরসভার দুই ইঞ্জিনিয়ার ও আমি নিজে ওই মোয়া হাবের জায়গাটা সরেজমিনে পরিদর্শন করে খাদি বোর্ডে রিপোর্ট পাঠিয়েছি। ওখান থেকে আগামী সপ্তাহে মোয়া হাবের জায়গাটা আবার দেখবে বলে জানিয়েছেন। আমরাও চাইছি যাতে মুখ্যমন্ত্রীর কথা মতন দ্রুত মোয়া হাবের কাজটা শেষ করা হয়।

বাজপেয়ীর জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : চাঁপদানি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে চাঁপদানি মণ্ডলের উদ্যোগে খাঁপুকুর এলাকায় প্রয়াত ভারতরত্ন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ৯৬তম জন্ম বার্ষিকীতে বিজেপি সমর্থকরা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন। ১৯২৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর অটলজীর জন্মদিন। অটলজী দেশকে শক্তিশালী ও উন্নত করে তুলতে নিজের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। পাশাপাশি এলাকার ১০০ জন অসহায় দুঃস্থ গরিবদের প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কম্বল বিতরণ করা হয়। এই এলাকাতে জুট মিল অঞ্চল থাকার জন্য বিজেপির হিন্দিভাষী সমর্থকদের সমাগম হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ, কল্যাণীর বিধায়ক মীরকা রায়, স্থানীয় চাঁপদানি মণ্ডলের বিজেপি নেতা সঞ্জয় চৌধুরী, সোশ্যাল মিডিয়ার আহ্বায়ক ভোলা ভকত, জেলা ভাইস প্রেসিডেন্ট দিলীপ সিং, ভাস্কর ভট্টাচার্য, সুনীল মালিক, শ্যামল ঘোষ, জেলা মহিলা মোর্চা নেত্রী আশা সাউ, শ্রবণম রায় প্রমুখ।

বাঘের আতঙ্কে না খেয়ে দিন যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুটি মেয়ে একটি ছেলে ও স্ত্রী নিয়ে ছোট্ট সংসার কুলতলির মেরিগঞ্জ ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ডোঙাজোড়া শেখ পাড়ার আকবর শেখ নামে এক মৎস্যজীবীর। জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরে সংসার চালায় এই মৎস্যজীবী। এরই মতন কয়েকশো মৎস্যজীবীর সংসার চলে জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরে। বছরের শেষে বড়দিন থেকে টানা তিন রাত চারটি বেলা তাদের না খেয়ে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে কাটাতে হয়েছে। কারণ তাদের বাড়ি থেকে অনতিদূরে সুন্দরবনের রাজা ছিলো তো। গত শনিবার থেকে। এই বাঘের ভয়ে তাঁর মতন এই এলাকার কয়েকশো মৎস্যজীবী জঙ্গলে যাওয়ার সাহস পাইনি। মঙ্গলবার বাঘটি ধরা পড়ার পরে কিছুটা হলেও শান্তি পেয়েছে এই এলাকার মানুষ জন। এদিন আকবর শেখ বলেন,আমি এতবার জঙ্গলে গিয়েছি এত ভয় করেনি। এই কদিন যে ভাবে কাটালাম চিরকাল মনে থাকবে। ১৯৮৮ সালে এই এলাকার কেল্লাতে যখন একবার বাঘ এসেছিল তখন আমার বয়স ৯–১০ মতন। অতটা মনে নেই। আর এখন বাড়ির এত কাছে এসে গেল ভাবতে পারছি না। কিন্তু আমাদের ভয় কাটছে না। আবার যদি কোনো বাঘ এসে পড়ে।আকবরের মতন বাঘের আতঙ্কে গোটা ডোঙা জোড়া গ্রামের মানুষ।

দেশের নেত্রী হলে দেশ এগোবে

অরিজিত মন্ডল : 'মমতা করতা হ্যায় জাদা, বোলতি কম। ভাজপা বোলতা জাদা। করতা হ্যায় কম।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার কল্যাণ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। তাঁর মতো নেত্রী যদি দেশের নেত্রী হন দেশ তরতরিয়ে এগিয়ে চলবে। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী দেখতে চান কপিল মুনি আশ্রমের মহন্ত। তিনি যাঁকে আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরছেন, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান জাতীয় মেলা হোক গঙ্গাসাগর। গঙ্গাসাগর সফরে গিয়ে মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খতিয়ে দেখেন সমস্ত ব্যবস্থা। এরপর কপিল মুনির আশ্রমে গিয়ে পুজো দেন। তারপরই মমতা বন্দনায় মুখরিত হন কপিল মুনি আশ্রমের মহন্ত। তিনি বলেন গঙ্গাসাগরকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের হাতে সাজিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গকে নিজের হাতে সাজিয়েছেন। এমনই নেত্রী দরকার দেশকে সাজাতে। গত ৮ জানুয়ারি শুরু হবে গঙ্গাসাগর মেলা। তার আগে গঙ্গাসাগরের প্রস্তুতি পর্ব চলছে। তা খতিয়ে দেখতে তিনদিনের সফরে গঙ্গাসাগরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সেখানে প্রশাসনিক বৈঠকও করেন। তার আগে গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির আশ্রমে মহন্তের কাছ থেকে বিরাট সার্টিফিকেট পেয়ে গেলেন। তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান মহন্ত মহারাজ, সাফ জানিয়ে দিলেন সেকথা। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলা ঘোষণার দাবি তুললেন। তিনি বলেন, বহুবার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলা হয়েছে, চিঠি করা হয়েছে যে, গঙ্গাসাসাগরকে জাতীয় মেলা করা হোক। কিন্তু গঙ্গাসাগর বরাবরই দুয়োরানি হয়ে রয়ে গিয়েছে। সুয়োরানি কুম্ভমেলার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় কেন্দ্র। কিন্তু গঙ্গাসাগরের জন্য কেন্দ্র কোনও সহায়তা করেনি। কথায় বলে, সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার। কেন একথা বলে? গঙ্গাসাগর যেতে গেলে জলপথ ছাড়া অন্য উপায় নেই। সেখানে কুম্ভমেলায় রেল, সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। গঙ্গাসাগরে যেহেতু জল পেরিয়ে আসতে হয়, সেহেতু একটি ব্রিজের জন্য কেন্দ্রের কাছে বহুবার অনুনয়–বিনয় করা হয়েছে। মাস্টার প্ল্যান করে কেন্দ্রের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই কাজে এতটুকু অগ্রগতি হয়নি। মমতা বলেন, আমাদের কাজ আমরাই করব। প্রয়োজনে আমরা একটু একটু করে ব্রিজ তৈরি করব। গঙ্গাসাগরে এখন আর একবার আসেন না ভক্তরা। বারবার আসেন। কেননা বিগত কয়েক বছরে আমরা গঙ্গাসাগর তীর্থক্ষেত্রের বহু উন্নয়ন করেছি। ভক্তদের আসা–যাওয়া থেকে শুরু করে নিরাপত্তার সমস্ত ব্যবস্থা, পরিষেবাগত সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন আর কোনও অসুবিধাই নেই, শুধু জলপথ ছাড়া। আমরা খুব শীঘ্রই তার সমাধান করে ফেলব। মহন্তকে পাশে নিয়েএকথা বলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এদিন গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে নিরাপত্তা ও কোভিড বিধির উপর জোর দিতে বলেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ১ জানুয়ারি – ৭ জানুয়ারি, ২০২২

অতিমারিকাল ও নতুন বছর

জমা এবং খরচ । সাধারণভাবে রাজা থেকে প্রজা–সবার জীবনেই এই দুই শব্দ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দিনের শেষে আমরা কী পেলাম, আর কী খোয়ালাম তা নিয়ে সমাজ ভীষণই স্পর্শকাতর। বছরের নিরিখেও এই ডেবিট–ক্রেডিটের উপস্থিতি বিদ্যমান। এই ধরুন ২০২১ পেরিয়ে আমরা আজ থেকে প্রবেশ করলাম ২০২২ এ। এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও প্রত্যেকে নিজের মতো করে হিসেব করেছেন এই বছরটা তাঁদের কাছে কেমন গেল তা নিয়ে। এমনিতেই বিগত দুটি বছরে পুরো বিশ্বকে ঘর করতে হচ্ছে করোনা নামক এক ভয়ঙ্কর অতিমারির সঙ্গে। তারমধ্যে বহু প্রিয় মানুষ তথা অভ্যেস আমরা হারিয়েছি ঠিকই, পাশাপাশি ভাঁড়ারে সঞ্চিত হয়েছে কোভিড যাপনের মুহূর্তগুলি। অর্থাৎ অতিমারির সঙ্গে কীভাবে ঘর করা যায় তা প্রতিনিয়ত শিখে চলেছি আমরা। খারাপ পরিস্থিতি যেন চাবুকের মতো বুঝিয়ে দিয়েছে প্রতিপদে যে আগামীতে কেমনভাবে এগোতে হবে, পথ চলতে হবে। এই লেখা চলার সময়তেই যেমন কোভিড তার দু–দুটি সিরিজের পর তৃতীয় ঢেউ নিয়ে দুয়ারে হানা দিয়েছে। অন্তত এমনটাই ধারনা চিকিৎসক মহল তথা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের।

ওমিক্রন নামে কোভিড তার তৃতীয় দফার ইনিংস খেলতে মুখর হচ্ছে। যেহেতু আমরা এর সঙ্গে ইতিমধ্যেই জুঝে চলেছি তাই গত ২ বছরের অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে এগনোর ফন্দিফিকির হচ্ছে। তারমধ্যে যেমন দেখা যাচ্ছে আমরা পুরনো অনেক বদঅভ্যেস ঝেরে ফেলে সচেতনভাবে অতিমারি বিধি মেনে চলেছি, তেমনই ফাঁকফোকরও যে প্রচুর এখনও অনেক মানুষ যে ডেসপারেট তার নমুনাও সামনে আসছে ক্রমাগত। অর্থাৎ অতিমারিকৃত জীবনযাত্রা মোটেই সাবলীল তা নয় ঠিকই, আবার ইচ্ছে করলে এখান থেকেই শিক্ষা নেওয়া সম্ভব। আবার দর্পে বলিয়ান হয়ে পরিস্থিতিকে বিষময় করে তোলাও আমাদেরই হাতে।

তাবলে আমরা কী নতুন বছরকে স্বাগত জানাব না? যেভাবে বাংলা নববর্ষে আপামর বাঙালি শুভেচ্ছা আদানপ্রদান করে, ঠিক সেভাবে সারাবিশ্ব এই নতুন বছরকে ওয়েলকাম করবে। নিশ্চিতভাবে সর্বজনীন সুরই হবে অতিমারিকে অতিক্রম করার। তবে অতিমারিও যে গতিপ্রকৃতি দেখাচ্ছে তাতে তার অশ্বমেধের ঘোড়া থামার নয়। মিউটেট করে নতুনভাবে ভেসে উঠছে সে প্রতিনিয়ত। ভ্যাক্সিন নেওয়ার পরে যে ভাবনায় জারিত হয়েছিল বিশ্ববাসী তাকে এই মুহূর্তে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে নতুনরূপে ফিরে আসা করোনা ভাইরাস। তার মানে এই নয় যে ভ্যাক্সিন কী সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে। বরং এখনও জোরগলায় এটুকুই বলাই যায় ভ্যাক্সিনে বলিয়ান বলেই আমরা ভেক ধরে থাকা ভাইরাসটির বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই দিতে পারছি বা পারব। তাও ভ্যাক্সিন বনাম ভাইরাসের এই প্রবল দ্বৈরথে দাঁড়িয়ে নিজেদের যতটা সম্ভব সুরক্ষিত করতে পারব ততটাই সহজ হবে লড়াই। সুতরাং নিজেদের অতিবোদ্ধা মনোভাব দূরে সরিয়ে সারসত্যকে মেনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে হবে মানবসমাজকে। আমাদের এই বাংলাতে কারো কাছে অতিমারিযাপন ও তার লড়াইয়ের চেয়েও রাজনীতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতা এবং গদি দখলের মায়া তারা কাটাতে পারছে না অতৃপ্ত আত্মার মতো। তাঁদের কাছেও হাতজোড় করে নিবেদন দয়া করে রাজনীতিকে বাইপাস করে সাধারণ মানুষের পাশে থাকুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র চোদ্দ

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ
বিনাশের মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে।।১৪।।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত নাম এবং অস্থায়ী দেবতাকুল, মানুষ এবং পশুকুল সহ অনিত্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে জানা উচিত। কেউ যখন এই সম্বন্ধে জানেন, তিনি তখন মৃত্যু ও ক্ষণস্থায়ী জড় জগৎ অতিক্রম করেন এবং সনাতন ভগবৎ–ধামে তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

যেহেতু বলা হয়েছে যে, ভগবান কখনও শ্রীবৃন্দাবন ধাম পরিত্যাগ করেন না। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, কিভাবে তিনি নিখিল সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবদ্গীতায় (১৩/১৪) বলা হয়েছে– ভগবান তাঁর স্বাংশ পুরুষাবতার রূপে নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। প্রকৃত সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বিষয়ে যদিও ভগবানের ব্যক্তিগতভাবে কিছুই করার নেই, তবুও তাঁর অংশ–প্রকাশ পরমাত্মার দ্বারা তিনি এই সমস্ত কার্য করান। প্রত্যেক জীবই আত্মারূপে পরিচিত এবং সমস্ত আত্মার নিয়ন্ত্রণকারী মুখ্য আত্মা হচ্ছেন পরমাত্মা।

ভগবৎ–উপলব্ধির এই পন্থা হচ্ছে একটি মহৎ বিজ্ঞান। জড়বাদীরা জাগতিক সৃষ্টির চব্বিশটি তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং সেই সম্বন্ধে ধ্যান করতে পারে, কারণ পুরুষ বা ভগবান সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অতি অল্প। নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতির উজ্জ্বল আলোকরশ্মির কেবল বিভ্রান্ত। যিনি পরমতত্ত্বের পূর্ণ দর্শন লাভ করতে চান, তাঁকে এই চব্বিশটি তত্ত্ব এবং তার অতীত উজ্জ্বল জ্যোতির স্তর ভেদ করতে হবে। হিরন্ময়–পাত্র, অর্থাৎ জ্যোতির্ময় আবরণ অপসারণের প্রার্থনা জানিয়ে শ্রীঈশোপনিষদ এই লক্ষ্যের দিকে পথনির্দেশ দিচ্ছে। এই জ্যোতির্ময় আবরণের অপসারণ ভিন্ন কেউ পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে দর্শন করতে পারে না এবং

ফেসবুক বার্তা

তিনি শুধু একদিনের কল্পতরু নন

নির্মল গোস্বামী

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য এসেছেন। ঠাকুরের গলায় কর্কট রোগ ধরা পড়েছে। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী সব রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভবিষ্যতের সন্ন্যাসী ভক্তগণ পালা করে দিনে রাতে ঠাকুরের সেবা করে। তার সঙ্গে গৃহী ভক্ত মণ্ডলী ঠাকুরকে দেখতে আসেন। বেশি কথা বলা ডাক্তারের মানা। তাই ঠাকুর খুব কম কথা বলেন দু একজনের সঙ্গে। রোগ দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ১ জানুয়ারি বেলা ১১টা নাগাদ আলুথালু কাপড়ে ঠাকুর দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলেন। সন্ন্যাসী ভক্তগণ সবে বিশ্রামে গেছেন। গৃহী ভক্তরা বাগানের এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জটলা করছে। ঠাকুরের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধেই নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছে। ঠাকুরকে নীচে নামতে দেখে ভক্তরা তাঁকে ঘিরে ধরে। ঠাকুর বরাভয় মুদ্রায় বকুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন কার কী চাওয়ার আছে এই বেলা চেয়ে নে। ভক্তরা যে যার কামনা বাসনার কথা ঠাকুরকে বলে এবং ঠাকুরও তথাস্তু বলে তা অনুমোদন করেন।

এই ঘটনাকেই রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী কল্পতরু উৎসব রূপে প্রতিবছর পালন করে আসছে সেই থেকে। কাশীপুর উদ্যান বাটীর সেই ঘরে বিশেষ পূজাপাঠের আয়োজন হয় এবং ওই দিন লক্ষ লক্ষ ভক্ত মণ্ডলী সমবেত হন কল্পতরু উৎসবে।

কল্পতরুর আক্ষরিক অর্থ হল এমন একটি গাছ যার নিচে দাঁড়িয়ে যা কামনা করা হয় বৃক্ষ তা পূরণ করে। স্বর্গের নন্দন কাননে এমন গাছ আছে বলে হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসীদের অভিমত। এর থেকে প্রমাণ হয় যে কল্পতরুর নীচে প্রার্থী গিয়ে প্রার্থনা করলে তবেই অভিষ্ঠ পূরণ হয়। কিন্তু আমাদের ঠাকুর শুধু তো কল্পতরু নয়, তার থেকে আরও অনেক বেশি। এবারের মর্ত্য লীলায় ঠাকুর তো অযাচিত ভাবে আশীর্বাদ বিতরণ করে গেছেন। কল্পতরুর কাছে যেতে হয়। আর এখানে ঠাকুর অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও উপর থেকে নীচে নেমে এলেন ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে। তাঁকে চলমান কল্পতরু বলে অভিহিত করা কী খুব অসমীচিন হবে?

তাঁর নানা পথে নানা মতে যে কঠোর সাধন তা তো নিজের মুক্তি অন্বেষণের নিমিত্তে নয়। মানব সমাজের মুক্তির উপায় খোঁজাই ছিল তার মুখ্য অভিমুখ। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে কলকাতার মানুষগুলো সংসারের পাঁকে নিমজ্জিত হয়ে কীটের মতো কিলবিল করছে। তাদের মুক্তির পথ দেখানোর জন্যই তিনি কলকাতার সন্নিকটে দক্ষিণেশ্বরকে সাধনভূমি হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। কলকাতার মানুষজন তাঁর কাছে মুক্তির প্রার্থনা নিয়ে আসে নি। তিনি নিজেই তাদের অধ্যাত্ম অবনতির খোঁজ করেছেন এবং পথ নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন।

সেই জীবনপ্রভাতে যখন তাঁর দেবত্ব মহিমার বিন্দুমাত্র প্রকাশ হয়নি তখনও তিনি ধনী কামারনীকে 'ভিক্ষে মা' নির্বাচন করে তাঁকে কৃপা করলেন। সেই শুরু তারপর মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কৃপা বর্ষণের ধারা অব্যাহত ছিল।

মৃত্যুর আগে একদিন নরেন্দ্রনাথ বিছানায় রোগ শয্যায় ঠাকুরকে দেখে ভাবছেন এই কি সত্যিসত্যিই ঈশ্বর না সাধারণ মানুষ?

ইনি যদি ঈশ্বর হবেন তাহলে রোগশয্যায় এতো কষ্ট ভোগ করছেন কেন?

ঠাকুর নরেনের মনের ভাব বুঝলেন। তিনি তো অন্তর্যামী। ঠাকুর উঠে বসে বললেন শালা এখনও তোর অবিশ্বাস। কাছে আয়। নরেনের বক্ষ ছুঁয়ে তাঁর অর্জিত সাধন শক্তি সব নরেনের মধ্যে সঞ্চারিত করে বললেন, 'তোকে সব দিয়ে আমি ফকির হয়ে গেলুম। এই যে দেওয়া তাও অযাচিত। তিনি নরেনকে সব দিলেন কেন? কারণ ইতিপূর্বে নরেনকে শপথ করিয়ে নিয়েছেন যে সে শুধু ব্রহ্মানন্দে লীন হয়ে থাকবে না, তিনি বট বৃক্ষের মতো হবেন। সংসারের তাপে তাপিত মানুষ তার ছায়ায় এসে দুদণ্ড শান্তি লাভ করবে। নরেনকে তিনি তিলে তিলে তৈরি করলেন সাধারণ মানুষদের কথা ভেবে। তাপিত মানুষের হৃদয়ে শীতল বারি যাতে নরেন সিঞ্চন করতে পারে। এখানে সর্ব মানুষের প্রতি তাঁর অহৈতুকী প্রেমের প্রকাশ।

তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকতে থাকতে বিষয়ী সংসারী মানুষদের সঙ্গ–সান্নিধ্যানে যখন অতিষ্ঠ হলেন, তখন শুদ্ধ চিত্তের ভক্তদের জন্য তাঁর প্রাণ আকুলি বিকুলি করে উঠল। তিনি ছাদে উঠে চিৎকার করে ডাকতেন– ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়। মায়ের কাছে কাঁদতেন দু চারটে শুদ্ধ ভক্ত পাঠিয়ে দে মা। এই কান্নার জেরেই মা কিন্তু নরেন সহ একে একে অনেকেই পাঠালেন।

শিষ্যের জন্য গুরু কাঁদছেন এ দৃশ্য বড় একটা দেখা যায় না। গিরিশ ঘোষ নাম জপ করতে পারবে না জেনে তাঁর 'বকলমা' নিজে চেয়ে নিলেন। গৌরাঙ্গ লীলা দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করলেন 'তোর চৈতন্য হোক' বলে। এই যে অহৈতুকী দয়া– এতো স্বর্গের পারিজাত বাগানের কল্পতরুরও নেই।

সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মানন্দে লীন হয়ে থাকাটা ঠাকুরের কাছে ছিল সহজাত ব্যাপার। একজন সাধকের কাছে এটাই হল চরম প্রাপ্তি। যে অবস্থায় উন্নিত হলে ভালো–মন্দ, সুখ–দুঃখ সব একাকার হয়ে যায়। অখণ্ড ব্রহ্মের সাথে লীন হয়ে কেবলই জ্যোতিরানন্দে ভেসে থাকা যায়– সেই অবস্থা প্রাপ্তির পরও ঠাকুর সাধারণ ভূমিতে নেমে আসতেন শুধুই মানুষকে সত্যের পথ চেনাবার জন্য। কারণ ঠাকুর বলেছেন যে কলির সাধনা হল সত্যের সাধনা। ধর্ম আর অধর্মের তফাতটা মানুষকে চিনিয়ে দেওয়া। ধর্মের নামে নানান অনাচার হানাহানির বন্ধ করে মানুষ যাতে সহজ সত্যটা চিনতে পারে তাই ছিল তাঁর জীবন সাধনা।

আমরা জানি শঙ্করাচার্যের 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'। এই কথা নিয়ে ধর্মজগতে কম আলোচনা হয়নি। কিন্তু সেভাবে স্থির সহজ একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি বৈদিক ঋষিগণ। বেদের সিদ্ধান্তও সহজে মানুষ বুঝতে পারে না। ঠাকুর সহজ সমাধান করে দিয়ে বললেন 'যার ব্রহ্ম উপলব্ধি হয়েছে তার কাছে জগত মিথ্যা। কিন্তু যার ব্রহ্ম উপলব্ধি হয় নি তার কাছে জগত মিথ্যা হবে কেমন করে? তাই দুটোই সত্য। ব্রহ্মও সত্য জগতও সত্য।

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এক এক জন মহাপুরুষ এক একটা সাধন ধারা আবিষ্কার করে গেছেন। কিন্তু সমস্ত সাধন ধারা একজনের মধ্যে লীন হয়ে যাওয়ার ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তিনি অতি সহজেই ঘোষণা করতে পারেন 'যত মত তত পথ'। এই একটা বাণীই ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে পাল্টে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। আবার তিনি নরেনকে এক দিন বললেন, মানুষকে কৃপা করার তুই কে রে শালা। তুই বড়ো জোর মানুষের সেবা করতে পারিস। তার থেকে সৃষ্টি হল 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা'। ধর্মের অভিমুখটা এখানে পাল্টে গেল। অদৃশ্য, অব্যক্ত, ঈশ্বর থেকে দৃশ্যমান চলন্ত জীবরূপী ঈশ্বরের সেবাই এখানে মুখ্য হল।

'ঠাকুরকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজী একটা বাক্যই ব্যবহার করেছেন– তিনি বলেছেন ঠাকুর হলেন ঘনীভূত প্রেমের প্রতিমূর্তি। এই যে জগতজনের প্রতি প্রেম এটাই ঠাকুরের মুখ্য পরিচয়। একদিনের কল্পতরু সাজিয়ে তাঁকে ব্যাখ্যা করাটা তাঁর সামগ্রিকতাকে অজান্তেই আমরা ছোট করে ফেলছি না তো? একদিন কাকে কী দিল সেটা বড় কথা নয়। জগতবাসীকে কী দিয়ে গেছেন তার উপরই আমাদের মনোযোগ করাটাই হবে তাঁর পুজোর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।

মেলা কাটোয়া, পূর্বস্থলীতে

দেবাশিস রায় : রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলার জমজমাট দুই মেলাকে কেন্দ্র করে মেতে উঠল কাটোয়া ও পূর্বস্থলীর বিস্তীর্ণ এলাকা। ২৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কাটোয়া শহরে কাশীরাম দাস বিদ্যায়তন প্রাঙ্গণে সাড়ম্বরে শুরু হয়েছিল পূর্ব বর্ধমান জেলা সবলা মেলা। অন্যদিকে, পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের সুবৃহৎ বাঁশদহ কোবলা বিলকে ঘিরে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় দু'দিন ব্যাপী ২১ তম খাল–বিল, চুনোমাছ উৎসব ও পিঠেপুলি মেলা সম্পন্ন হল সোমবার। দু'টি জায়গাতেই অসংখ্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি সহ প্রখ্যাত শিল্পীদের উপস্থিতিতে আয়োজিত নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আনন্দ উপভোগ করার জন্য জনতার ঢল নেমেছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের উদ্যোগে এবং কাটোয়া মহকুমা শাসক দপ্তর সহ কাটোয়া পুরসভার ব্যবস্থাপনায় সপ্তাহ ব্যাপী পূর্ব বর্ধমান জেলা সবলা মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এবং সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, জেলা সভাধিপতি শম্পা ধাড়া এবং সহ সভাধিপতি দেবু টুডু, পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন, কাটোয়ার মহকুমা শাসক জামিল ফতেমা জেবা, স্থানীয় বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সহ অসংখ্য জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজন। সবলা মেলায় স্বনির্ভর

গোষ্ঠীর ৬৫ টি স্টলে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের হস্তশিল্পীরা বাঁশ, ডোকরা, কাঠ, মাটি, কাঁথাস্টিচ প্রভৃতি হরেকরকমের পসরা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। প্রত্যহ মেলা শুরু হতেই স্টলগুলিতে বিভিন্ন বয়সী ক্রেতাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ তাঁর বক্তব্যে বলেন, পূর্ব বর্ধমান জেলায় মোট ৪৯ হাজার ১২১ টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে এবং ২০২১–২২ অর্থ বর্ষে এপর্যন্ত ২৪ হাজার ৪৮৫ জন উপভোক্তাকে ১৬৪ কোটি ১২ লক্ষ ৮৫ হাজার ১০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বাঁশদহ কোবলা বিলকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই খাল–বিল উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দা তথা বর্তমান বিধায়ক ও মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের উদ্যোগেই দু'দশক আগে এই উৎসবের সূচনা হয়েছিল। এই উৎসব উদযাপন উপলক্ষ্যে এবারও বিলের চারপাশে আয়োজিত মেলা সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গা ভাসিয়েছিল অসংখ্য মানুষ। এবারের উৎসবে কচুরিপানা থেকে তৈরি করা নানাবিধ হস্তশিল্প সামগ্রীর স্টল সকলের নজর কাড়ে। তবে, সমাপ্তি দিবসে অর্থাৎ ২৬ ডিসেম্বর এই উৎসবে বাড়তি মাত্রা যোগ হয়েছিল মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের জন্মদিন উদযাপনকে কেন্দ্র করে। এদিন পরিজন সহ অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে মন্ত্রী কেক কেটে, পায়েস খেয়ে জন্মদিন পালন করলেন। করোনা অতিমারীর নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন ছড়িয়ে পড়ার মধ্যেই আয়োজিত এই দুই মেলাতেই উদ্যোক্তারা সকলকে যথাযথভাবে মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার, শারীরিক দূরত্ব বজায় সহ যাবতীয় স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আবেদন জানালেও তা অগ্রাহ্য করার প্রবণতাই ছিল সর্বাধিক।

বিরাটি এম বি রোডের সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুরভোটকে সামনে রেখে জোরকদমে চলছে পুরসভাগুলিতে উন্নয়নের কাজ তথা রাস্তাঘাট সংস্কার। বিরাটি এমবি রোডের বেহাল দশা নিয়ে দীর্ঘদিন এলাকার মানুষের অভিযোগ। বিটি রোড, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে, বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে, যশোর রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সঙ্গে জুড়েছে এই নিমতা এমবি রোডের রাস্তা। রাস্তায় গাড়ির চাপ মারাত্মক। সাত কিলোমিটার দীর্ঘ এই এই রাস্তায় বেশির ভাগ খানাকন্দে ভরা। দুপাশে বড় বড় গর্ত। বলে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের অভিযোগ। শুক্রবার সকালে নিমতা কালচার মোড়ে বিরাটি মোড়ে থেকে পুবপাড়া ১৩.২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে মধুসূদন ব্যানার্জি রোড (এম বি রোডের) সংস্কার ও পুনর্নিমাণ প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সৌগত রায়, পুরসভার মুখ্য প্রশাসক বিধান বিশ্বাস, উপ মুখ্য প্রশাসক কল্যাণ কর, সহ পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্যারা। পুরসভার মুখ্য প্রশাসক জানান, কাজ শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই বেহাল এম বি রোডের সংস্কার ও পুনর্নিমাণ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। ইতিমধ্যেই রাস্তায় খানাখন্দ ও বড় গর্ত প্যাচওয়ার্ক করে মেরামত করা হয়েছে। মানুষের চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পথশিশুদের পাশে হেল্পিং হ্যান্ডস নেটওয়ার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : পথশিশুদের পাশে দাঁড়াল হেল্পিং হ্যান্ডস নেটওয়ার্কের সদস্যারা। শুক্রবার সকালে প্রিন্সেপঘাট, বাগবাজার ও শোভাবাজার চত্বরে দুই শতাধিক পথশিশুদের হাতে শুকনো খাবার কেক তুলে দিলেন হেল্পিং হ্যান্ডস নেটওয়ার্ক গ্রুপের সাত সদস্য। সংস্থার গ্রুপের অ্যাডমিন সন্দীপন ও শৌনক জানান, বড়দিনের আগে ছোট পথশিশু ও তাদের মা বাবাদের মুখে একটু হাসি ফোঁটাতে এই সামান্য প্রয়াস।

মৎস্য শিকার উৎসব ও প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের মতো এবারও হাওড়া সাঁতরাগাছি হ্রদসাগর অ্যাঙ্গেল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১২তম মৎস্য শিকার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। এতে প্রথম স্থান অধিকার করে রাজেশ বরা (৩ কেজি ৬৮০ গ্রাম), দ্বিতীয় বাবলু পরামানিক (৩ কেজি ৪৫৫ গ্রাম), তৃতীয় সুশান্ত ভুঁইয়া (২ কেজি ৫৫৬ গ্রাম) চতুর্থ সুকান্ত বেরা সমষ্টিগতভাবে ১২ কেজি ৪৭৫ গ্রাম। এই প্রতিযোগিতায় ৯০ জন অংশ নেয়। হুগলির বোসপুকুর সুদর্শন এলাকায় আয়োজিত হয়। প্রতিযোগিতার মূল কর্ণধার ছিলেন উজ্জ্বল শর্মা। উপস্থিত ছিলেন কাজলকুমার সরকার। এদিন বহু দূর দূরান্ত থেকে মানুষরা মৎস্য উৎসব দেখতে আসেন।

উদ্যান এবং হল উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুরভোট যত এগিয়ে আসছে চলছে এলাকায় উন্নয়নের জোয়ার । নববারাকপুর শহর কে স্বপ্ন নগরীতে পরিণত করতে রবিবার বিকেলে নববারাকপুর পুরসভার ৯নং ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ নামাঙ্কিত কমিউনিটি হল ঘর এবং ওয়ার্ড কমিটির কার্যালয় এবং পুরসভার ৫নং ওয়ার্ডের বড়বটতলা জগদীশ বসু রোডে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর মূর্তি সহ শিশু উদ্যান এর উদ্বোধন করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও সাংসদ সৌগত রায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক প্রবীর সাহা । দুটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার উপ প্রশাসক মিহির দে, প্রাক্তন পুরপিতা সুখেন মজুমদার, প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য জয়গোপাল ভট্টাচার্য, সুমন দে, নির্মিকা বাগচী, প্রাক্তন পুরপ্রধান তৃপ্তি মজুমদার, কোঅর্ডিনেটর মনোজ সরকার সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কো–অর্ডিনেটরা। পুরসভার আধিকারিক সহ পুর কর্মচারীরা । মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্পের আওতায় উত্তরবঙ্গের কোচবিহার এবং দক্ষিণ বঙ্গের নববারাকপুর পুরসভাকে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্পের অর্থানুকূল্যে নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে শহরের আধুনিকীকরণ ও সৌন্দর্যায়ন করে মডেল আধুনিক শহর গড়ে তুলতে এই জগদীশ বসু উদ্যান এবং বিবেকানন্দ কমিউনিটি হল ঘরের এবং ৯নং ওয়ার্ডে কমিটির কার্যালয়ে উদ্বোধন করা হল। খুব ভালো ইতিবাচক পদক্ষেপ। নাগরিকদের চাহিদা বাস্তবায়িত হল। পুরসভা শহর জুড়ে খুব ভালো করছে। মডেল আধুনিক শহর গড়ে তোলা হবে ১১০ দমদম উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের নববারাকপুর শহরকে। ইতিমধ্যেই শহরে নয়টি পুকুরের আধুনিকীকরণ ও সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে। শহরের পথবাসী ভবঘুরেদের জন্য দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহহীন নিবাস গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে পুরসভার। ড্রেনেজ ও নিকাশি ব্যবস্থাকে সুন্দর করে তুলতে পরিকল্পনা রয়েছে। শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ সামগ্রিক পুর এলাকার উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে বলেন মন্ত্রী।

ক্যান্সার আক্রান্তকে আর্থিক সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া ছাত্র মিলনী ক্লাবের পরিচালনায় মারণব্যাধি আক্রান্ত ছোট ঐশিকের চিকিৎসা খরচের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়। ক্রিস্টমাস ডে বড়দিন উপলক্ষে শিশুদের কেক, বিস্কুট বিতরণ করা হয়। সমবায় মন্ত্রী

অরূপ রায় ঐশিকের বাবার হাতে দশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। ওই কর্মকাণ্ডটির মূল উদ্যোক্তা ছিলেন অভিনেত্রী সপ্তমিতা বোস, হাজির ছিলেন মহিলা থানার আইসি ইন্দ্রানী চ্যাটার্জী, শিশু চিকিৎসক সুজয় চক্রবর্তী, শ্যামল মিত্র।

স্মার্ট ক্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনার জন্য প্রায় দুইবছর ধরে বন্ধ বিদ্যালয়। চন্দ্রপুর থানার ওসি কৌস্তরী মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় থানা প্রাঙ্গণে বাচ্চাদের নিয়ে শুরু করেন রংবেরঙের পাঠশালা। শিক্ষক শিক্ষিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ওসি ম্যাডামের সঙ্গে সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ পুলিশকর্মীরা। রংবেরঙের পাঠশালা এবার উন্নত হলো স্মার্ট ক্লাসে যেখানে প্রোজেক্টারের

মাধ্যমে পড়ুয়ারা পড়াশোনা করতে পারবে। বর্তমানে পড়ুয়ার সংখ্যা সত্তর। ২৮ ডিসেম্বর অদিতি অ্যাগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড উদ্যোগে চন্দ্রপুর থানা প্রাঙ্গণে স্মার্ট ক্লাসরুমের দ্বারোঘাটন করেন বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বোলপুর) সুরজিকুমার দে, ডিএসপি (হেড কোয়ার্টাস) মোহতাসিম আক্তার, সিআই চন্দ্রপুর পীযূষকান্তি লায়েক, চন্দ্রপুর থানার ওসি কৌস্তরী মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়, অদিতি অ্যাগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড কর্ণধার তন্ময় কুমার বন্দোপাধ্যায়, স্ত্রী ঋতুপর্ণা বন্দোপাধ্যায়, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাধু সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। স্বভাবতই নতুন স্মার্ট ক্লাসরুম পেয়ে খুশি পড়ুয়ারা ও তাদের অভিভাবকেরা।

প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৮ ডিসেম্বর জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল। ময়ূরেশ্বর একনং ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বে গদাধরপুর বাজারে মঙ্গলবার সকাল ৯.৩০ টায় দলীয় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বীরভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি সৈয়দ কাসাফদ্দোজা। ময়ূরেশ্বর ১ নং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি পার্বতীকুমার চৌধুরী, জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য সেখ কবির হোসেন,ব্লক কংগ্রেস সহ সভাপতি মাধব রায়,ব্লক কংগ্রেস এসসি/এসটি সেল চেয়ারম্যান ধীরেন দলুই, ব্লক হিউম্যান রাইট সেলের চেয়ারম্যান মহঃ ইকবাল হোসেন,বিশেষ ভাণ্ডারী সহ কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি সৈয়দ কাসাফদ্দোজা। জাতীয় কংগ্রেসের ১৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস সাঁইথিয়া ব্লক কংগ্রেস পক্ষ থেকে যথাযথ মর্যাদায় সঙ্গে পালন করা হলো সাঁইথিয়া ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে ও বনগ্রাম অঞ্চল অফিসে দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে। আহম্মদপুর কংগ্রেস অফিসে দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে পালন করা হলো। পতাকা উত্তোলন করেন বরিষ্ঠ নেতা মুক্তালাল চন্দ্র ও পুষ্প অর্ঘ্য দেন সাঁইথিয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম সেখ ও ব্লকের কার্যকরী সভাপতি অসীম ব্যানার্জি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সন্ধ্যায় সাঁইথিয়া ব্লক কংগ্রেস কার্যলয়ে বনগ্রাম অঞ্চল অফিসে ১৩৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবসের ১৩৭ টি মোমবাতি জ্বালিয়ে ও অফিস টিকে টুনি লাইটের মাধ্যমে সাজিয়ে এবং বিভিন্ন মনীষীদের ও নেতানেত্রীদের ছবিতে পুষ্প নিবেদন করেন জেলা কংগ্রেস কার্যকরী সভাপতি সৈয়দ কাসাফদোজ্জা এবং মোমবাতি জ্বালিয়ে উদঘাটন করেন ও পুষ্প অর্ঘ্য দেন সাঁইথিয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম সেখ ও ব্লকের কার্যকরী সভাপতি অসীম ব্যানার্জি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সর্বশেষ বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

বীরভূমে রক্তদান

অভীক মিত্র : বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে চন্দ্রপুর থানার সহযোগিতায় মঙ্গলবার চন্দ্রপুর থানা প্রাঙ্গণে উৎসর্গ কর্মসূচির মাধ্যমে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো। বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বোলপুর) সুরজিত কুমার দে, ডিএসপি মোহতাসিম আক্তার,সিআই চন্দ্রপুর পীযূষকান্তি লায়েক,চন্দ্রপুর থানার ওসি কৌস্তুরী মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির পূত কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাধু সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চাশজন রক্তদান করেন। জাতীয় কংগ্রেসের ১৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পাইকর কংগ্রেস কার্যালয়ে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো। ৭৫ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন।

উদ্ধার পোস্ত খোল, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে ওসি মোহাম্মদ মিখাইল মিঞার নেতৃত্বে সদাইপুর থানার পুলিশ যাত্রা গ্রাম থেকে শেখ রওশানের হাসকিং মেশিন থেকে বত্রিশ কেজি পোস্ত খোল উদ্ধার করেছে। শেখ রওশান নামে এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতকে বুধবার সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ছয়দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

রক্তদান শিবির

হীরালাল চন্দ্র : গত ২৬ ডিসেম্বর সকালে, সেন্টার সিথি রোডের জুনিয়র প্রাইমারী স্কুলে 'সৌমেন ঘোষ মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল ক্লিনিকের' (মুক্তি সংঘ) উদ্যোগে, রসিকেন্দ্র সরকার ও সাধন ঘোষের আহ্বানে, দেবপ্রসাদ দাসের সঞ্চালনায়, অশোক পাঠকের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে, সম্পাদক দেবজ্যোতি মুখার্জীর পরিচালনায় ও একনিষ্ঠ সভা স্বর্গীয় অমরেন্দ্র নাথ বারিকের স্মরণে ৩৭তম বর্ষ 'রক্তদান শিবির' সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। মোট চল্লিশ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। বিভিন্ন জনসেবা কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে ভাষণ দেন পুরমাতা ডাঃ কাকলি সেন, প্রাক্তন পুর পিতা ডাঃ শান্তনু সেন, ডাঃ কাকলী ব্যানার্জী, পুরপিতা তরুণ সাহা, সৌরভ বারিক প্রমুখ। সভা-সভ্যাদের এলাকার মানুষ রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। ক্লিনিকের উল্লেখযোগ্য জনহিতকর কাজ বিশিষ্ট জনসেবক, সুচিকিৎসক ও সঙ্গীত শিল্পী ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জীর বিনামূল্যে অসংখ্য দরিদ্র রোগীদের সুচিকিৎসা। ডাঃ অমিতাভ বিশ্বাস ও কলকাতা পুরসভার আয়োজনে চিকিৎসা, মাত্র ৩০ টাকা ব্যয়ে ইসিজি। দিবারাত্র অক্সিজেন ও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা প্রভৃতি। যোগাযোগ ৮/১ বি, সেন্টার সিথি রোড, কলকাতা ৫০।

আরোগ্যর রক্তদান উৎসব

মলয় সুর, হুগলি : চুঁচুড়া আরোগ্য উদ্যোগে নিজস্ব ভবনে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির বুধবার ২২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল। হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে সমাজসেবী ইন্দ্রজিৎ দত্ত'র প্রচেষ্টায় এই রক্তদান উৎসব পালিত হয়। এ প্রসঙ্গে ইন্দ্রজিৎ জানান, রক্তদান জীবনদান আর সেইকথা স্মরণ করেই রক্তের সঙ্কট মেটাতে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন। এদিন সবচেয়ে উল্লেখ্য, চুঁচুড়া আরোগ্যর অভিনব কল ডোনার ব্লাড ব্যাঙ্ক উদ্বোধন। এখানে সরাসরি মুমূর্ষ রোগীকে তাঁর গ্রুপ অনুযায়ী রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হল। যা এককথায় নজির সৃষ্টি করল চুঁচুড়া শহরে। এতে চুঁচুড়া হাসপাতাল থেকে রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন। শিবিরে পুরুষ ও মহিলা সহ ১০০ জন রক্তদান করেন। এই সংস্থার কর্মীরা ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন এলাকায় গিয়ে গরিব মানুষদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিয়েছেন। এছাড়া লকডাউনে নিজস্ব এলাকায় দুঃস্থ মানুষদের বাড়ি বাড়ি খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন। এই মহৎ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোলাজ সম্রাট তপন সাহা, ডক্টর প্রকাশ সামন্ত, ডক্টর অমিতাভ ব্যানার্জী, ডক্টর শুভবিলাস ভুঁইয়া, প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান অমিত রায়, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক অরুণ কান্তি নিয়োগী। প্রত্যেককে উত্তরীয় পুষ্প স্তবক ও নতুন বছরের ডায়েরি দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি ৪২ জন এক রঙের শাড়ি পরিহিত মহিলা বিগ্রেড দ্বারা অতিথি আপ্যায়ণ পরিচালিত হয়।

৬টি পুরসভায় কঠিন পরীক্ষার মুখে বিজেপি

পূর্ব বর্ধমান

দেবাশিস রায়, কাটোয়া : ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বহু প্রতীক্ষিত পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন অধরা রয়ে গেছে। তার ওপর সাম্প্রতিক কালে রাজ্যজুড়ে একের পর এক বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন সহ কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে গেরুয়া বাহিনীর ভরাডুবির পর এবার পূর্ব বর্ধমান জেলায় ৬টি পুরসভার নির্বাচনেও কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে চলেছে বিজেপি। জেলাজুড়ে বিভিন্ন সূত্রে বিজেপির পক্ষে এমনই অস্বস্তিকর সম্ভাবনার একাধিক তথ্য উঠে আসতে শুরু করেছে। প্রবল দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং শক্তিশালী গণসংগঠন ভিত্তিক বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে সাংগঠনিক শক্তির প্রয়োজন তা নাকি অনেকাংশেই হারিয়ে ফেলেছে জেলা বিজেপি। মূলত সেই কারণেই এবারে এই জেলাতেও আসন্ন পুর নির্বাচনে পদ্মফুল ফোটার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। যদিও কেন্দ্রের শাসকদল তথা মোদী-শাহ ব্রিগেডের পূর্ব বর্ধমান জেলার শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশ এখনও নিজেদের সাংগঠনিকভাবে দুর্বল মনে করেন না। বিজেপি'র বর্ধমান পূর্ব (সাংগঠনিক) জেলার নবনিযুক্ত সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমরা আসন্ন পুর নির্বাচনে সর্বশক্তি দিয়ে জেলার সর্বত্রই তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি ও অরাজকতার বিরুদ্ধে লড়াই করব। এখনই আমরা পুর নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে কোনও মন্তব্য করছি না। মানুষ সব দেখছে। মানুষের ওপর আমাদের আস্থা আছে। তাই সময়ই সব উত্তর দিয়ে দেবে। তবে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক অরিন্দম বন্দোপাধ্যায় প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, রাজ্যের মানুষ উন্নয়ন চায়। তারা বিভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে। তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ বছরের শাসনে মানুষ উন্নয়ন দেখছে আর শান্তিতে রয়েছে। আমার জেলাতেও মানুষ তাই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে রয়েছে। এই জেলায় সব জায়গাতেই আসন্ন পুর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়লাভ শুধু সময়ের অপেক্ষা।

পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান, গুসকরা, মেমারী, কাটোয়া, কালনা এবং দাঁইহাট পুরসভায় আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন এরাজ্যেও যেভাবে চোখ রাঙাচ্ছে তাতে রাজ্যজুড়ে শতাধিক শহরে পুর নির্বাচন সময়মতো হয় কিনা সেদিকেই তাকিয়ে শাসকদল থেকে শুরু করে বিরোধীদল সহ আমজনতা। পূর্ব বর্ধমান জেলায় এই ৬ টি শহরে বিগত পুর নির্বাচনে বিজেপি সেভাবে দাগ কাটতে না পারলেও সিপিএম যথেষ্টই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে বেগ দিয়েছিল। এমনকি দাঁইহাট পুরসভাতেও বোর্ড গড়েছিল সিপিএম। যদিও মাঝপথে সিপিএমের সেই পুরবোর্ডের ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। জেলাজুড়ে একমাত্র এই দাঁইহাটেরই ৩ নং ওয়ার্ডে জয় লাভ করেছিলেন বিজেপি প্রার্থী। তবে, বিগত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের এই শহরগুলির বিরাট অংশজুড়ে বিজেপির ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। মানুষ বিপুলভাবে বিজেপিকে সমর্থন জানিয়েছিল। ফলত, বিজেপি জেলার শহরগুলিতে সিপিএমকে অনেকখানি পিছনে ফেলে দেয়। এবারে আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে বিজেপির সেই প্রভাব কতখানি রয়েছে তা দেখার জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে পুর বর্ধমানের লক্ষ লক্ষ বাসিন্দা।

উদ্বোধন হল মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার দুপুরে গঙ্গাসাগরের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উদ্বোধন করলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব'। শুধু এই হাবই নয়, পাশাপাশি তিনি মহকুমা হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্ট এবং ব্লাড সেপারেটার ইউনিটেরও উদ্বোধন করেন। এদিন গঙ্গাসাগর থেকে তিনি ক্যানিং হাসপাতালের মোট ৩ টি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। সুন্দরবনের মানুষকে ভালো রাখার কথা মাথায় রেখেই তিনি তাঁদের জন্য এই আধুনিক পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ফলে

সুন্দরবনের মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হল। প্রায় ৪ বছর আগে গোসাবার একটি সরকারি অনুষ্ঠান থেকে তিনি নিজেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব' গড়ে তোলার জন্য শিলান্যাস করে ছিলেন। বুধবার তার উদ্বোধন সাগর থেকে তাঁর হাত দিয়েই হয়।পাশাপাশি ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন মহকুমা হাসপাতালের চেয়ারপার্সন তথা বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার অপূর্বলাল সরকার, জেলাপরিষদ সদস্য সুশীল সরদার, মাতলা ২ পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস, ইউসুফ মোল্লা, মাতলা ১ পঞ্চায়েত প্রধান হরেন ঘোড়ুই সহ অন্যান্যরা।

উল্লেখ্য শিলান্যাসের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন সুন্দরবনের এই মহকুমা হাসপাতালে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব তাঁর নিজেরও পছন্দের প্রকল্প ছিল। আর এবার সেই প্রকল্পেরই বাস্তবায়ন হয়ে উদ্বোধন হয়েছে। মোট সাড়ে ২১ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প গড়ে উঠেছে। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বরেই গড়ে উঠেছে ৫ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল। মোট ২৪২ টা শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালে সুন্দরবনের মা ও শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতলে রোগীদের চিকিৎসা শুরু করা হচ্ছে। পরে অন্য তলেও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে কাজে লাগানো হবে। ওই হাসপাতালের চেয়ারপার্সন তথা বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল জানিয়েছেন গত ২০১৪ সালে ডায়মন্ডহারবারে প্রশাসনিক বৈঠকে এই মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব প্রকল্পের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। পরে ২০১৭ সালে পৈলানে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে উনি তার অনুমোদন দেন। ওই বছরেই তিনি গোসাবার সরকারি কর্মসূচিতে এসে এই হাবের কাজের শিলান্যাস করেছিলেন। তারপরেই দ্রুত গতিতে এই হাবের কাজ শুরু হয়। গত বছর মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের কাজ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে ওই হাসপাতালকে করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন করোনা প্রকোপ কমে যাওয়ায় মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের উদ্বোধন করা হচ্ছে।

ঝড়খালিতে নতুন বছরে দেখা যাবে বাঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা আর লকডাউনের জেরে পর্যটকদের জন্য দীর্ঘ প্রায় দুবছর সুন্দরবন ভ্রমণের দরজা বন্ধ ছিল। গত ১ অক্টোবর থেকেই সরকারী নির্দেশে পুনরায় পর্যটকদের জন্য চালু হয়েছে সুন্দরবন। যাতায়াত করছেন দেশবিদেশের পর্যটকরা। উল্লেখ্য বিগত দিনে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য হাজার হাজার পর্যটক আসতেন। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে। সুন্দরবনের রাজা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দর্শন না পেলে তাঁরা ঝড়খালিতে সংরক্ষিত থাকা দুটি বাঘ এবং কুমীর,হরিণ দেখে আনন্দ পেতেন।

বিগত দিনে আম্ফান, ইয়াসের তান্ডবে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঝড়খালি পর্যটন কেন্দ্র। যার ফলে সংরক্ষিত থাকা সুন্দরবনের বাঘ, হরিণ এবং কুমীরের এলাকায় পর্যটকদের দর্শনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ইদানিং ঝড়খালি এলাকায় পর্যটকদের ভীড় হলে ও তারা সুন্দরবনের রাজাকে দেখতে না পেয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছিলেন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থ হতে হচ্ছিল স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। কারণ ঝড়খালি সংরক্ষিত রাখা বাঘ দেখতে না পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিলেন পর্যটকরা।

তবে আগামী ইংরাজী নববর্ষে পর্যটকদের জন্য আশার বানী শুনিয়েছেন বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল। তিনি বলেন পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে বনদফতরের সাথে কথা হয়েছে আগামী ইংরাজী নববর্ষে ঝড়খালী পর্যটন কেন্দ্রের সংরক্ষিত বাঘ,কুমীর এবং হরিণ দর্শনের জন্য পর্যটকদের দরজা খুলে দেওয়া হবে।' আগামী নববর্ষ থেকে ঝড়খালিতে বাঘ দেখা যাবে শুনে আনন্দে উফুল্ল পর্যটক প্রেমী ভ্রমণ পিপাসু মানুষজন সহ এলাকার ব্যবসায়ীরা।

তছরুপের দায়ে গোচরনে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : আশ্রমের তহবিল তছরুপের দায়ে ধৃত এক ব্যক্তি গোচরনে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, গত ২০০৯ সালে জয়নগর থানার নারায়নীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোচরনের নারায়নীতলায় কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষ মিলে শ্রী শ্রী কৃষ্ণ ভাগবত আশ্রম তৈরি করে। বর্তমানে সেই আশ্রমের নতুন বিল্ডিং তৈরির জন্য তাঁরা বিভিন্ন এলাকা থেকে চাঁদা তুলতে থাকে বিল কেটে। বর্তমানে তাঁরা জানতে পারে ওই আশ্রমের প্রাক্তন সদস্য পূর্ণচন্দ্র দুবে নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি ভুয়ো বিল বানিয়ে দেড় লক্ষাধিক টাকা তছরুপ করেছে। গত বুধবার পূর্ণ চন্দ্র ভুয়ো বিল দেখিয়ে চাঁদা তুলতে গেলে সাধারণ মানুষ তাকে আটকে রেখে জয়নগর থানায় খবর দেয়। জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে পূর্ণচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৮ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ওই আশ্রমের বর্তমান সভাপতি

পূর্ণেন্দু সরদার এদিন বলেন, ওনার নামে বহু অভিযোগ আসছিল আমাদের কাছে। আমাদের আশ্রমের নতুন ভবনের জন্য আমরা বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে সাহায্য তুলছি। আর সেটা তুলতে গিয়ে জানতে পারি আমাদের আশ্রমের প্রাক্তন সদস্য ভুয়ো বিল দেখিয়ে অনেক টাকা কালেকশন করে চলেছে গত দেড় বছর ধরে। ওদিন ধরা পড়ার পরে ধৃত নিজের মুখে স্বীকার করেছে যে সে দেড় লক্ষ টাকা ভুল বিল দেখিয়ে আশ্রমের নামে তুলে আত্মসাৎ করেছে। ধৃতের বাড়ি থেকে পুলিশ বাক্স ভর্তি ভুয়ো বিল ও জাল স্ট্যাম্প উদ্ধার করেছে। ধৃতকে জেরা করে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে তার এই কাজে আর কতজন ছিল এবং মোট কত টাকা সে তছরুপ করেছে।

রক্তের সংকট মেটাতে এগিয়ে এলেন প্রতিবন্ধীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেউ রক্ত শূন্যতায় ভুগছে, কেউ আবার থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত, কেউ আবার জটিল অপারেশান করিয়েছেন রক্তের একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনের তাগিদে রক্তের আকাল রয়েছে। রক্তের সেই অকাল সংকট ঘোচাতে এগিয়ে এলেন এলাকার প্রতিবন্ধী মানুষজন। ঘটনাস্থল প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালি। সেখানকার স্থানীয় ক্লাব ২ নম্বর লস্করপুর 'খগেন্দ্রনাথ স্মৃতি উদয়ন সমাজসেবা সংঘ' এর কর্মকর্তাদের সাথে রক্তের অকাল সংকট মেটানোর জন্য সমাজসেবী তথা সুন্দরবনের কোকোনাট ম্যান সুকুমার সানা সহ অন্যান্যরা আলাপ আলোচনা করেন। রক্তের সংকট মেটাতে রক্তদান করতে হবে। যেমন সিদ্ধান্ত তেমন কাজ। স্থানীয় ক্লাব ও এলাকার প্রতিবন্ধী মানুষজন মিলে রক্তদানের আয়োজন করেন। বুধবার রক্তদান উৎসবে এলাকার প্রতিবন্ধী মানুষজন সহ প্রায় ২০০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এমনকি সুন্দরবনের কোকোনাট ম্যান নামে খ্যাত একটি পা হীন সুকুমার সানাও স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। তিনি বলেন, রক্তের সংকট মেটাতে আমি প্রতিবন্ধী স্বত্বেও রক্ত দিতে এগিয়ে এসেছি। যাতে করে সাধারণ মানুষ আরো বেশি করে এগিয়ে আসেন।'

অসহায় মানুষের পাশে নবপ্রজন্ম

সুভাষ চন্দ্র দাশ : কেউ কলেজের অধ্যাপক,কেউ বা গবেষক আবার কেউ বা ছাত্র। ওরা নবীন প্রজন্ম। বর্তমান সমাজের পথপ্রদর্শক। ওরা কলঙ্কমুক্ত উন্নততর সমাজ গড়তে বদ্ধ পরিকর। আর সেই কারণে ওরা আজ একত্রিত। সালটা ২০১৯-এর ডিসেম্বর মাস। যাতায়াতের পথে সাধারণ অসহায় দরিদ্র মানুষের করুণ দুর্দশার পরিস্থিতি দেখে একদিন থমকে গিয়েছিলেন ক্যানিংয়ের দেবব্রত মন্ডল। অসহায় ফুটপাথবাসী মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে দুচোখ দিয়ে অনবরত ঝরে পড়েছিল অশ্রুধারা। সেই থেকে প্রতিজ্ঞা নিয়েই সাধারণ মানুষের জন্য কিছু একটা করতে হবে চিন্তা-ভাবনা নিয়েই পথচলা শুরু। যখন যেখানে অসহায় মানুষজন নজরে এসেছে তাঁদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে থাকেন দেবব্রত মন্ডল নামে ক্যানিংয়েরই ওই যুবক। প্রথম দিকে এমন কাজে অনেকেই হাসিঠাট্টা করলেও পরবর্তী সময়ে নবপ্রজন্মের আরো কিছু যুবক অভিভূত হয়ে ওই যুবকের পাশে একে একে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়ায়। সেই তালিকায় ভীড় হয় বর্তমান প্রজন্মের তরুণ অধ্যাপক,গবেষক এবং কলেজ পড়ুয়ারা। পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনের বুকে আছড়ে পড়েছিল আম্ফান সাইক্রোন। সেখানেও অসহায় মানুষের পাশে দেবব্রত মন্ডলের নেতৃত্বে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক কৌশিক চ্যাটার্জী, দেবপ্রসাদ মন্ডল, রাহুল পাত্র, সৌভিক বিশ্বাস, দেবাশীষ প্রামাণিক সহ অন্যান্যরা।

পরবর্তী সময়ে করোনা পরিস্থিতিতে মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে চালিয়ে গিয়েছেন সচেতনতার বার্তা, এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে

খাদ্যসামগ্রী প্রদানের কর্মযজ্ঞ।

সেই সমস্ত যুবকদ্বয় এবার ভিন্ন ভাবে এক অসাধারণ কর্মযজ্ঞ শুরু করলেন গত ২৪ ডিসেম্বর। রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন ফুটপাথ, ষ্টেশন এমন কি রাস্তার পাশে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। কনকনে ঠান্ডার হাত থেকে একটু উষ্ণতার ছোঁয়া দিতে তাঁদের হাতে তুলে দিলেন বড়দিনের কেক এবং কম্বল। ২৪ ডিসেম্বর রাতেই এমন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল ক্যানিং স্টেশনে। পরবর্তী সময়ে তালদি, দমদম, পার্কষ্ট্রীট, হাওড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় এমন কর্মযজ্ঞ চলছে।

নব প্রজন্মের তরুণ দেবব্রত মন্ডল জানিয়েছেন, বড়দিনের আগে থেকেই নববর্ষের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সাধারণ মানুষজন অবলীলাক্রমে আনন্দে মেতে ওঠে। শীতে জবুথবু অসহায় ফুটপাথবাসী মানুষের খবর রাখে না কেউ। এছাড়াও অসহায় ফুটপাথবাসী, যাঁদের নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায় তাঁরা বড়দিন কিংবা নববর্ষ কি? জানেন না। সেই বড়দিনের আগের রাত থেকে অসহায় মানুষজনের মুখে হাসি ফোটানোর উদ্যোগ নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি। তাঁদের হাতে তুলে দিই শীতের কম্বল এবং বড়দিনের উপহার কেক। আমাদের এমন কর্ম প্রচেষ্টা আগামী নববর্ষের ২ জানুয়ারী পর্যন্ত চলবে।' রাতের অন্ধকারে কেন এমন প্রচেষ্ট? খোলসা করে এমন প্রশ্নের উত্তরে তরুণ প্রজন্মের যুবকরা জানিয়েছেন শীতের রাতে প্রকৃত অসহায় দুঃস্থ মানুষ খুঁজে বের করা সম্ভব। যার ফলে রাতের অন্ধকারে আমাদের এই নিঃশব্দ বিপ্লব চলছে।

চাষ ও চাষির

প্রথম পাতার পর

কিন্তু কেউ কথা শোনে নি। সেদিন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে উপেক্ষা করে মরুচাষের যে বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল আজ তার ফল পাচ্ছি আমরা। অক্ষরে অক্ষরে মিলছে কাশীনাথবাবুর ভবিষ্যতবাণী। আজ এলোমেলো মৌসুমী বায়ু বাংলার চাষের উপযোগী চেনা বৃষ্টি ঝরায় না। আজ শুষ্ক মধ্যভারতে মাল্টিপল ফোসাইলের ছড়াছড়ি। এখানে ওখানে নিম্নচাপের বাড়বাড়ন্ত। আজ যেখানে সেখানে যখন তখন বৃষ্টি। চাষিদের মাথায় হাত, বাবুদের পকেটে টান।

অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তবু কি এখনও বাঁচার উপায় আছে? কাশীবাবু আজ আর নেই। কিন্তু যারা আজও আছেন তারা কী পারেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে, সরকারের তথা রাজনীতিবিদদের বিরোধিতা করে বিকল্প পথের সন্ধান দিতে? সম্ভবত না। তাই গাঙ্গেয় ভারতীয় কৃষি নির্ভর সভ্যতায় চাষিরা নিজের গায়ে খাটা ফসল বেচে ধনী হওয়ার বদলে মহাজনের কাছে ঋণী, সরকারি সাহায্যপ্রার্থী।

ভারতবর্ষের বদলে যাওয়া আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি জানতে যদি কেউ অধ্যাপক ডাঃ কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলি পড়তে চান যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তার আর্কাইভে। আমরা পরিচয় করিয়ে দেব সেই সব প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে।

মহানগরে

দু'বছরে সাতশো কোটি দেনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমি যখন শপথ নিচ্ছি, তখন কলকাতা পুরসংস্থার এবারের বিল (পুর কনট্র্যাকটরদের) এবং দেনা মিলিয়ে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা বাকির বোঝা মাথায় নিয়ে যদি ইচ্ছে থাকে, তাহলে পথ ভগবান দেখিয়ে দেবেন'। এই বিশ্বাসকে পাথেয় করে ১৯৮০ সালের দি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট' অষ্টম পুর বোর্ডের নবম এবং ১৯২৩ সালের কলকাতা কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী কলকাতা পুরসংস্থার ৩৮ তম মহানাগরিক হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন, কলকাতা পুরসংস্থার প্রাক্তন সার্জেন আবদুল হাকিমের ছেলে ফিরহাদ হাকিম। বর্ণময় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বিশেষত কমবেশি ৪২ জন নতুন পুর প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন, টিম কর্পোরেশনের সকল প্রতিনিধিদের বলছি, প্রত্যেকে নিজ নিজ ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের এমন রূপে সেবা কর্ম করতে দিতে হবে, যে মানুষ বলবে যে, না এই যে তৃণমূল কংগ্রেসের পুর বোর্ড, এই বোর্ড সবথেকে শ্রেষ্ঠ পুর বোর্ড। কলকাতাকে বিশ্বের সেরা শহরে পরিণত করা। সেই জায়গায় যাওয়াই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা কেউ প্রশাসনিক বিরাট পদে নই। আমরা সবাই সেবক এবং প্রধান সেবকের নাম হচ্ছে ফিরহাদ হাকিম। মনে রাখতে হবে, সাকসেসফুল কাউন্সিল হবার যোগ্যতা সিনিয়রিটি দিয়ে হয় না। ট্যাগ লাইনটি হল, 'যখন ডাকি, তখন পাই'। যদি ওয়ার্ডবাসীর কাছে যখন ডাকি, তখন পাই এরূপ কাউন্সিলর হতে পারেন, তবে সেই কাউন্সিলর মানুষের বিচারে শ্রেষ্ঠ কাউন্সিলর হবে। জনগণের প্রকৃত সেবক হবেন। নতুন ও পুরাতন

কাউন্সিলর যারা আছেন, তারা কাউন্সিলরের দায়–দায়িত্বের মর্যাদা রেখে সর্বক্ষণ অ্যাভেল অ্যাভেল হওয়া। তবে হ্যাঁ, নিশ্চিত ভাবে একটা অর্থনৈতিক বাধা বিরাট রূপে আছে।' কিন্তু কলকাতাবাসীর প্রশ্ন এই ১৪৪ জনের মধ্যে ক'জন এখন অ্যাভাইলেবেল হয়ে ওঠে সেটাই এখন প্রশ্ন চিহ্ন। পুর আয় বৃদ্ধিতে এবার মেয়র ও মেয়র পারিষদদের দফতর বন্টনে অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড কালেকশন দফতরটি নিজে হাতে রেখে আর ওয়েভার স্কিম নয়। মিউটেশনের সংখ্যা বাড়িয়ে আয় বাড়ানো। ই–পরিষেবার মতো পুরসংস্থার অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়ায় বদল। প্রসঙ্গত, চলতি অর্থবছরের শেষে ৩১ মার্চ কলকাতা পুরসংস্থার প্রান্তিক তহবিল (ক্লোজিং ব্যালেন্স) দাঁড়াচ্ছে ২,০১৪.১৪ কোটি টাকা। ২০২০ – র ১ এপ্রিল কলকাতা পুরসংস্থার পুঞ্জীভূত তহবিল (কিউমিউলেটিভ ব্যালেন্স) ছিল ১,৪৩৯. ৮২ কোটি টাকা। চলতি ও গত অর্থবর্ষে কলকাতা পুরসংস্থার আয়ের তুলনায় ব্যয় ৫৭৪.৩২ কোটি টাকা বেশি হয়েছে। ফলস্বরূপ, প্রান্তিক তহবিল বিশাল অঙ্কে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর কলকাতার ৩৮ তম মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, কলকাতার রাস্তায় ম্যাসটিক অ্যাসফল্টের ব্যবহার বৃদ্ধি করা হবে। পুরসংস্থার বরো অফিস –অ্যাসেসমেন্ট কালেকশন অফিস– লাইসেন্স অফিস থেকে দালালচক্র বরদাস্ত নয়। বেআইনি কার–পার্কিং চালানো যাবে না। কার–পার্কিংয়ের জন্য আলাদা অ্যাপের ব্যবস্থা। জমা জল সরাতে বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে কলকাতাকে ঘিরে থাকা সমস্ত নিকাশি খাল সংস্কার হবে। আগের মতো শনিবার করে টক টু মেয়র' চালু থাকবে। কলকাতায় কেবল্ টিভির তার সমস্যা সমাধানে আইন প্রণয়ন করা হবে। কলকাতা পুর এলাকার যে কোনও সমস্যা সমাধানের জন্য ৯৮৩০০ ৩৭৪৯৩ এই নম্বরে সমস্যার ছবিসহ হোয়াটস অ্যাপ করুন।

লেন্স বার্তা

'না মুখে মাস্ক,না মাথায় হেলমেট', নিয়ম না মেনে, কোনা হাইওয়েতে চলছে সাইকেল, সাথে বাইকও।

আসন্ন গঙ্গাসাগর জোর কদমে চলছে রাস্তা মেরামতি, পৈলান এর কাছে

এই পথেই জীবন,এই পথেই মরণ আমদের, সব কিছু পথের বুকে।
ছবি : অভিজিৎ কর

ইন্টার ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের ভাইস সেক্রেটারি রিনা বিশ্বাস তার দল নিয়ে উপস্থিত হলেন খিদিরপুর ব্রিজের নিচে অল ইমদাদ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের বাচ্চাদের কাছে। সেখানে খোলা আকাশের নীচে আফরিন আনসারি বিনা পারিশ্রমিকে পড়াশোনার সরঞ্জাম, মাস্ক, টিফিন বিতরণ করেন। রিনা বিশ্বাস আরও বলেন শিক্ষা নিয়ে শুধু একদিন নয় সারা বছর ভাবতে হবে। কাগজে কলমে শিক্ষার সম্মান অনেক। রিনা বিশ্বাসের সাথে সহযোগীতা করলেন দেবরঞ্জন বোস, গণেশ দাস, রেশম সিং, নওসাদ আলি, সীমা বেগম। শিক্ষার মাধ্যমে কোনটা ভুল কোনটা ঠিক তা বিচার করা যায়।
ছবি : উৎপল রায়

পুরভোটের সাতকাহন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার ৬৬ নম্বর (তিলজলা লেন, তপসিয়া রোড) ওয়ার্ড থেকে শেষ বার (২০০৫ – '১০) পিতা জাভেদ আহমেদ খান তৃণমূল কংগ্রেস টিকিটে পুর প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেবার তিনি মোট প্রদত্ত ভোটের ৬২.৪৬ শতাংশ ভোট পান। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ব্যবধান ছিল ১০,১৫১ ভোট। মাতা জাভেদ রাফত ওই ৬৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে শেষ বার (২০১০ – '১৫) তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে পুর প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেবার তিনি মোট প্রদত্ত ভোটের ৬১.২১ শতাংশ ভোট পান। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ব্যবধান ছিল ১০,৪৫৬ ভোট। আর পুত্র ফৈয়াজ আহমেদ খান ওই ৬৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে ২০১৫ তে পান মোট প্রদত্ত ভোটের ৬৯.৭১ শতাংশ। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ব্যবধান ৩০,২৫০। আর এবার মোট প্রদত্ত ভোটের ৮৭.৯৩ শতাংশ আর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ব্যবধান ৬২,০৪৫। কলকাতা পুরসংস্থার ইতিহাসে গতবারের মতো এবারও সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয়ী প্রার্থী। গতবারও বিজেপি, জাতীয় কংগ্রেস ও সিপিআইএম সমস্ত দলের প্রার্থী ছিলেন এবার তাই। ফৈয়াজের পরেই স্থান পেয়েছেন ৫৮ নম্বর (গোবিন্দ ঘটিক লেন, পুলীন খটিক লেন, ধাপা রোড) ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী এবারের পুর বোর্ডের মেয়র পারিষদ সদস্য সন্দীপন সাহা। ওই ওয়ার্ড থেকে গতবার ১৬,৫৮০ ভোটের ব্যবধানে জিতে ছিলেন মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার। মোট প্রদত্ত ভোটের ৫৭.৬০ শতাংশ পেয়েছিলেন। সন্দীপনের ব্যবধান ছাপিয়ে গেল দ্বিগুণের অধিক। ব্যবধান ৪০,৮২৩। সন্দীপন পেলেন মোট প্রদত্ত ভোটের ৮৫.৮৩ শতাংশ। জয়ের ব্যবধানের নিরিখে তিন নম্বরে ১০৯ নম্বর(চক গড়িয়া, মুকুন্দপুর, নয়াবাদ মেন রোড) ওয়ার্ডের অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জিতেছেন ৩৭,৬২৩ ভোটে। পেয়েছেন ৮৮.৫২ শতাংশ ভোট। গতবারই তিনি এই ওয়ার্ড থেকে জিতেছিলেন মাত্র ২,৭৩৯ ভোটে। পেয়েছিলেন মাত্র ৪৭.৭১ শতাংশ ভোট। সাত ওয়ার্ডে রেকর্ড শতাংশ ভোট পেয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। এর মোট রেকর্ড ভোট শতাংশ(৯৭.২৬) গার্ডেনরিচ এলাকার ১৩৪ নম্বরের(গার্ডেনরিচ রোড, বাতিকল লেন, রামনগর রোড) শামস ইকবাল। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ছিলেন না। বাকি তিন জনই ছিলেন নির্দল। শামসের প্রাপ্ত ভোট শতাংশ ৯৭.২৬। এছাড়াও ৯৩ শতাংশ ভোট পেয়েছেন আরও দু'জন। জোকার ১৪২ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি রঘুনাথ পাত্র (৯৩.২০ শতাংশ) আর ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি আশুতোষ ঘোষ (৯৩.০৩ শতাংশ। আর ৮০ থেকে ৯০ শতাংশের মধ্যে 'লেটার মার্কস্' ২৬ জনের। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডা. কাকলি সেন (৮৩.৫১), গৌতম হালদার(৮১.৯৯), তরুণ সাহা(৮৩.৭৪), অতীন ঘোষ (৮৮.০৩), পরেশ পাল(৮৭.৩৪)। ৯০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছেন জীবন সাহা (৯০.৮০), মনজার ইকবাল (৯১.৮৩), শাম্মি জাহান বেগম (৯০.৭২)। এদিকে, সবচেয়ে কম ব্যবধানে জয় উত্তর কলকাতার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি মীরা হাজরার। মাত্র ৪৪ ভোটে জিতেছেন। পেয়েছেন মাত্র ৪০.৬৮ শতাংশ।

সবমিলিয়ে এবারের কলকাতা পুরসংস্থার নির্বাচনে মোট ৯৫০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭৩১ জনের জমানত বাজেয়াপ্ত করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। উল্লেখযোগ্যভাবে এরমধ্যে বিজেপি দলের প্রার্থী ১১৬ জন, ১১২ জন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আর ৯৭ জন বামফ্রন্ট প্রার্থীর জমানত খুইয়েছেন। এছাড়াও ৪০৬ জন নির্দল প্রার্থীর জমানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। নিয়মানুযায়ী সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কোনও প্রার্থীকে মোট প্রদত্ত ভোটের ছয় ভাগের এক ভাগ পেতে হবে। এর কম ভোট পেলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর জমানত বাজেয়াপ্ত হবে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে মোট ৭৩১ জন প্রার্থী ১/৬ অংশের চেয়ে কম ভোট পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও প্রার্থীর জমানত বাজেয়াপ্ত হয়নি। জমানত হিসাবে সাধারণ প্রার্থীদের ৫০০ টাকা আর তফসিলি জাতির প্রার্থীদের ২৫০ টাকা রাজ্য নির্বাচন কমিশনে জমা করতে হয়।

মণিখাল ও পর্ণশ্রী খালের সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিনের বর্ষার জল জমা সমস্যা সমাধানে মহেশতলা পুরসভা ও কলকাতা পুরসংস্থার সীমান্তবর্তী এলাকার মহেশতলা পুরসভার ১২(আংশিক) ১৩ ও ১৪ নম্বর

ওয়ার্ড আর কলকাতা পুরসংস্থার বরো–১৪–র ১৩১ ও ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগ এরিয়াস্থিত মৃতপ্রায় মণিখালি খাল ও পর্ণশ্রী খালের দীর্ঘদিনের জমাট বাঁধা পলি জেসিবি মেশিন দিয়ে তোলার কাজের শিলান্যাস হল গত ২৯ ডিসেম্বর গঙ্গাসাগরে প্রশাসনিক বৈঠকে। প্রয়োজনে পচা খালের জলে মেশিন নামিয়ে খালের তলার জমাট বাঁধা পলির ড্রেজিং করা হবে। মহেশতলা পুর এলাকার মৃতপ্রায় মণিখালি খালের ০.৫৯ কিলোমিটার এবং কলকাতা পুরসংস্থার ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত জঞ্জাল ভরাট হওয়া পর্ণশ্রী খালের ০.৩৭ কিলোমিটার অংশের জমাট বাঁধা পলি তোলার কাজ এবং একই সঙ্গে ০.৫৯ কিলোমিটার খালপাড় কংক্রিটের বাঁধাই কাজ করা হবে। রাজ্যের সেচ ও জলপথ দফতরের সুব্যবস্থা ড্রেনেজ দফতর কাজটি করবে। এই কাজের জন্য ২১৫.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ হয়েছে। এই কাজের ফলে দুই পুর এলাকার প্রায় ২ লক্ষ মানুষের বর্ষার জল জমার সমস্যা থেকে মুক্তি ঘটবে।

একই সঙ্গে এদিন বেহালা–চৌরাস্তা ও বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের ডাকঘর সংযোগকারী বীরেন রায় রোডের (পশ্চিম) মহেশতলা পুর এলাকার অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘ সাড়ে চার কিলোমিটার অংশের শক্তিশালীকরণের কাজেরও এদিন গঙ্গাসাগরের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে শিলান্যাস হয়। এজন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫৪৫.১৭ লক্ষ টাকা। কাজটি করবে পূর্ত দফতরের আলিপুর বিভাগ। এই বাস রাস্তার সংস্কারের ফলে বেহালার সঙ্গে বজবজ–মহেশতলার যোগাযোগ সহজ হবে। এই বীরেন রায় রোডের (পশ্চিম) পুরাতন ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। মহেশতলা এলাকার নতুনহাট–সারদাপার্ক–ডিফেন্স পার্ক–যোত শিবরামপুর–ময়নাগড়–ব্যানার্জীহাট–মুখার্জীগেট–বেনের দোকান এলাকায় বসবাসকারী সাড়ে চার লক্ষ মানুষজনের দীর্ঘদিনের অটো নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থার করুণ হাল অনেকাংশের সমাধান হবে।

একমাত্র : অষ্টম পুর বোর্ডের দুই বাম পুর প্রতিনিধি ৯২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে মধুছন্দা দেব ৩৪২২ ভোটের এবং ১০৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে নন্দিতা রায় ৯২ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন।

সেরা এক ব্যাতিক্রমী উৎসব

উজ্জ্বল সরদার : ভারতীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা শহরের বিবিধ উৎসব নজরকাড়া। এর মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে 'কলিকাতা মুদ্রা পরিষদের' আয়োজনে বালিগঞ্জের হলদিরাম ব্যাঙ্কোয়েট হলে ২৪, ২৫, ২৬ ডিসেম্বর ২৩ তম মুদ্রা উৎসব সংগঠিত হল বিশেষ আকর্ষণীয় ভাবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উপলক্ষ্যে 'আজাদি কা অমৃত মহৎসভ' শিরোনামে একটি মুদ্রা, ব্যাঙ্কনোট ও মেডেলের প্রদর্শনীর ও আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীতে দেখা গেল ভারতবর্ষের প্রাচীন সময়ের বিভিন্ন মৌর্য, গুপ্ত, শুঙ্গ, কুষান শাসকদের বিভিন্ন ধাতব মুদ্রা। দেখা গিয়েছে বিভিন্ন সুলতানি শাসক, মুঘল শাসক, আঞ্চলিক শাসকদের মুদ্রা, তাদের মধ্যে কোচবিহার রাজপরিবারের শাসকদের মুদ্রা অন্যতম। এছাড়াও সমসাময়িক সময়ে ভারতীয় মুদ্রার বিভিন্ন মূল্যমানের বাজারচলতি ও স্মারক মুদ্রা। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি দেওয়া বিভিন্ন ভারতীয় মুদ্রার প্রদর্শনী ও এখানে ছিল। উল্লেখ্য সংগ্রাহক সুমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সংগ্রহ থেকে প্রদর্শন করেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ বর্ষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর জন্মগ্রহণের সময় থেকে অন্তর্ধান পর্যন্ত সময়কালের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মুদ্রা ও ব্যাঙ্কনোট, তার সংগ্রহেই আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পরে ও সমকালীন জার্মানি রাশিয়া জাপানী ব্যাঙ্কনোট। ওই সমসাময়িক সময়ে দুষ্প্রাপ্য জরুরিকালীন ব্যাঙ্কনোট, মিলিটারি নোট, রিক্সমার্ক ব্যাঙ্কনোট ও এই প্রদর্শনী তে দেখা গেল। কলকাতার বিখ্যাত ব্যাঙ্কনোট সংগ্রাহক অনিন্দ কর তার সংগ্রহ থেকে দেখিয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্ক নোটের ওপর নোবেলজয়ীদের ছবি আর ইউনিস্ক–র বিশ্ব ঐতিহ্যশালী তালিকায় স্থান পাওয়া বিভিন্ন অঞ্চলের ছবি দেওয়া ব্যাঙ্ক নোট। এককথায় এই প্রদর্শনী ছিল অবাক হয়ে দেখার মত। প্রথমদিন এবছরের মুদ্রা উৎসবের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মাননীয়

মন্ত্রী সুজিত বসু, বিশিষ্ট মুদ্রাবিশারদ শঙ্কর বোস, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ক অধ্যাপিকা সুচন্দ্রা ঘোষ প্রমুখ। মুদ্রা সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, নিলাম প্রভৃতি বিষয় ও সংগঠিত হয় এই উৎসবে। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে মানুষের উৎসাহ বেশি ছিল মুদ্রা, ব্যাঙ্কনোট, মেডেল, ডাকটিকিট, স্মারক প্রভৃতি সংগ্রহ কেনা বেচায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রাহকদের জমায়েত ছিল জমজমাট। এই উৎসবের আয়োজক কলিকাতা মুদ্রা পরিষদ ১৯৮৫ সাল থেকে পথ চলা শুরু করে আজ প্রায় ৪৫০ জন আজীবন সদস্য ও অন্যান্য সদস্য নিয়ে এক মহীরুহ সংগঠন। সংগঠনের সম্পাদক রবিশঙ্কর শর্মা সাক্ষাকারে জানালেন, এই বছর স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষকে সম্মান জানিয়ে কলিকাতা মুদ্রা পরিষদ বিশেষভাবে এই উৎসবের আয়োজন করেছে সম্পূর্ণ ভাবে কোভিড নিয়মনীতি মেনে। সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ জানালেন, সকল ধরণের মুদ্রা সংগ্রাহকদের একটি বড় মিলনস্থল এই উৎসব। প্রাচীন মুদ্রা, ব্যাঙ্ক নোট নিয়ে মানুষের মধ্যে অনেক সময় অনেক বিভ্রান্তি ছড়ায়, সেসব ধারণা দূর করতে এমন মেলা বা উৎসব একটা বড় প্রচার মাধ্যম। সংগ্রাহক, গবেষক, ব্যাবসায়ী সকল স্তরের মানুষের যোগদানে এই তিন দিনের উৎসব ছিল কলকাতার অন্যতম সেরা এক ব্যাতিক্রমী উৎসব।

হাসি ফোটাল সিক্রেট সান্টার দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৪ তারিখ রাতে ঠিক বারোটা বাজার পরে এক দল ছেলে–মেয়ে বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শহরের রাস্তায়। গড়িয়া থেকে গড়িয়াহাট বা সুদূর শিয়ালদহ থেকে উত্তর কলকাতার নানা প্রান্তে। যেখানেই রাস্তায় শুয়ে থাকা বাচ্ছা দেখতে পাচ্ছে সেখানেই নেমে তাদের মাথার সামনে বিস্টুক চিপস সহ নানা জিনিষের পুটলি রেখে দিয়ে আসছে চুপিচুপি। সকালে উঠেই সেই বাচ্চাটি হুল্লোড় আনন্দে বলে উঠবে সান্টাক্লজ মাথার সামনে উপহার দিয়ে গেছে। শুধু তাই নয় যেসব মানুষজনরা রাস্তায় শুয়ে আছে গায়ে কোনও চাদর নেই, তাদের গায়েও কম্বল চাপিয়ে দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাচ্ছে এই সব দামাল সিক্রেট সান্টারা। সার্ভ স্মাইল ফাউন্ডেশনের সকল সদস্যরা চেতলায় একত্রিত

হয়ে সেই মাঝরাতে বেরিয়ে বাড়ি ফিরল ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফিরল একরাশ হাসি আর ভালোলাগা এবং অফুরন্ত আশীর্বাদ।

মাঙ্গলিকী

লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে আলোচনা সভা

শ্রেয়সী ঘোষ : বিখ্যাত লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ অতিক্রান্ত হল। পাঠক সমাজে যেমন তিনি প্রিয় ছিলেন। ফলে তাঁর গল্পে উপন্যাস থেকে বহু বাংলা ছবি নির্মিত হয়েছে। কয়েকটি ছবি হিন্দিতেও রিমেক হয়েছে। সেই সব ছবিগুলি নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজক ছিলেন শরৎ সমিতি। শরৎচন্দ্রের বাসভবনে (২৩ অশ্বিনী দত্ত রোড, কলি–২৯) সমিতির তরফ থেকে গত ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় যে আলোচনা সভাটি হল, তার একক বক্তা ছিলেন বাংলা ছবির জনপ্রিয় অভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। আলোচকের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. শ্যামল কুমার বসু।

আলোচক গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করলেন দীপ জ্বেলে যাই, কাল তুমি আলেয়া, সাত পাকে বাঁধা, নবরাগ ছবি গুলির কথা। এরপরে তুলে ধরলেন পঞ্চতপা, চলাচল, জীবনতৃষ্ণা, শঙ্খবেলা, প্রস্তর স্বাক্ষর, নগরদর্পণে, আমি সে ও সখা প্রভৃতি ছবির কথা। লেখকের রচনা সম্ভার থেকে নিয়ে হিন্দিতে নির্মিত ছবিগুলির কথা অবধারিত ভাবে এলো। যে তালিকায় আছে খামোশী, কোরা কাগজ, বেমিশাল, সফর প্রভৃতি ছবির কথা। চলচ্চিত্র মহলের সঙ্গে লেখকের সুসম্পর্কের কথাও আলোচিত হল। এক ঘন্টার এই আলোচনা সভার শেষে আশুতোষ সৃষ্ট সাহিত্যের চিত্ররূপ থেকে কয়েকটি ছবির গান গেয়ে শোনালেন আলোচক। যে গানগুলির মধ্যে ছিল 'তুই ফেলে এসেছিস কারে মন' (নবরাগ), 'আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাবো' (শঙ্খবেলা), 'যাই চলে যাই' (কাল তুমি আলেয়া) প্রভৃতি। সহর্ষ হাততালিতে বক্তাকে অভিনন্দিত করলেন দর্শক শ্রোতারা।

অতীত জানার আঁতুরঘরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ ডিসেম্বর, ২০২১ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বারুইপুরে অবস্থিত সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালার ৪২তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সংগ্রহশালা কক্ষে নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের ২০০ তম জন্মদিনে মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রতিকৃতিতে মালাদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষ মিউজিয়ামের কিউরেটর দীপক বড় পণ্ডা। এছাড়া পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হেমেন মজুমদার, সভাপতি ড. বিমান সরকার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। অনুষ্ঠানে মূল্যবান বক্তব্যে দীপক বড়পণ্ডা বলেন, সংগ্রহশালার প্রত্নবস্তুগুলিকে

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা খুবই প্রয়োজন এবং মানুষকে নিজ নিজ অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে সজাগ করা ও জানার জন্য এই ধরনের সংগ্রহশালার গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিহাস জানার আগ্রহ মানুষের মধ্যে কমে যাচ্ছে, মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে সেইজন্য মাঝে মধ্যে এই ধরনের মনীষীদের আলোচনা আজ খুবই প্রাসঙ্গিক। হেমেন মজুমদার সংগ্রহশালার গুরুত্ব ও ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। সংগ্রহশালার সহ-সভাপতি ও অভিনেতা মানস মুখার্জী নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের জীবনী ও তার লেখা নাটক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। গ্রামীণ পুঁথি পত্রিকার সম্পাদক তপন সেন লোকসংস্কৃতির ইতিহাস তুলে ধরেন এবং 'হাওড়া জেলার লোকসংস্কৃতির সন্ধানে' ও তার সম্পাদিত 'গ্রামীণ পুঁথি' দুইখানি বই সংগ্রহশালায় দান করেন। ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের অধ্যাপক চিত্রশিল্পী সংগ্রহশালার প্রয়োজনীয়তা ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাগুরু বারুইপুরে অবস্থিত শেখরবালি গ্রামে বাসিন্দা চিত্রশিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর জীবনী ও তার শিল্প নৈপুণ্যতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. দেবপ্রসাদ নস্কর এবং মানবেন্দ্র নস্কর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এবং সমরেশ দাস কর্তৃক প্রকাশিত নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের মূল্যবান ফোল্ডার প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি বিশ্বনাথ রাহা, ওঙ্কার শূর, সন্ধ্যা ভট্টাচার্য সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

বড়দিন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫ ডিসেম্বর ২০২১ ক্রাইস্ট চার্চ ১৮২/বি বিধান সরণী কলকাতা ৭০০ ০০৬ যথাযোগ্য মর্যাদায় বড়দিন উৎসব করোনা বিধি মেনে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। ১২ ডিসেম্বর খ্রীস্টমাস ট্রি শিশুদের জন্য একটি অনুষ্ঠান করা হয় ও শিশুদের হাতে উপহার তুলে দেওয়া হয় ও ম্যাজিক শোর আয়োজন করা হয়। গত ২২ ডিসেম্বর ১৭টি চার্চ মেম্বারের বাড়িতে প্রভু যীশুর জন্মের ওপর আলোচনা ও গান করা হয়। ২৫ ডিসেম্বর সকালবেলা ফাদার গৌরাঙ্গ হালদারের পৌরোহিত্যে বিশেষ উপাসনার আয়োজন করা হয় সুন্দরভাবে চার্চে আলোকসজ্জা করা হয়। বাইরে প্রভু যীশুর জন্মের মুহূর্ত সুন্দরভাবে সাজানো হয় ভক্তরা সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে ফুল ও মোমবাতি অর্পণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সাফল্য মণ্ডিত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন রেভারেন্ড ফানার গৌরাঙ্গ হালদার।

ঋতুহীন নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক বিশেষ অনুষ্ঠান। ফার্স্ট কাট প্রোডাকশনের প্রথম উদ্যোগ ঋতুহীন নয়। পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে ফার্স্ট কাট প্রোডাকশনের সূচনা হলো। এদিন প্রকাশিত হল ঋতুপর্ণ ঘোষের বারোটি নারীচরিত্রের ছবি দেওয়া ক্যালেন্ডার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনিন্দিতা সরকার, আনন্দ চৌধুরী, অভিরূপ,সঞ্জীব সরকার, অভ্রজিৎ চক্রবর্তী, অনির্বাণ ঘোষ, সৌম্য, তীর্থ, নন্দিনী ভট্টাচার্য, রূপা মজুমদার, সৌভিক মিত্র, সৌমেন হালদার, রাজা রায় সহ অন্যান্যরা। প্রায় নয় বছর হতে চললো,ঋতুপর্ণ ঘোষ আমাদের মধ্যে নেই। আজও ঋতু সকলের মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে নিজের সৃষ্টির মাধ্যমে। তাঁর জনপ্রিয়তার যে এতটুকুও ভাটা পড়েনি, তা স্পষ্ট হয়ে উঠল সাধারণ মানুষ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতায়।

সরোজ নাট্যমেলা ২০২১

কৃষ্ণচন্দ্র দে : ১৮ ডিসেম্বর ২০২১ মুক্তাঙ্গনে শুরু হল সরোজ নাট্য মেলা। আয়োজনে নটসেনা। নাট্য বিষয়ক আলোচনা দিয়ে শুরু হলো নটসেনা আয়োজিত 'সরোজ নাট্য মেলা', কলকাতার মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে। বিষয়বস্তু অতিমারীর সঙ্কটে থিয়েটারের নতুন পথ। বক্তা ছিলেন রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, উজ্জ্বল মুখার্জী এবং সুশান্ত কুমার হালদার। সঞ্চালক ছিলেন সুশান্ত মজুমদার (বাবুয়া), উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায় (সদস্য সচিব রাজ্য আকাদেমি)।

সুশান্ত কুমার হালদার বলেন, এই অতিমারীর ফলে আমাদের জীবন বোধ ও জীবন ধারা বদলে গিয়েছে। থিয়েটার মানুষের শিল্প, মানুষ তা দেখবেই। নতুন নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও আনতে হবে নতুন পথ বা দিশা। বর্তমানে দুই বা তিনজন চরিত্র নিয়ে নাটক তৈরি হচ্ছে। সবচেয়ে সক্রিয় কম অর্থনীতির থিয়েটার । ছোট মাঝারি নাট্য দল উৎসাহিত হয়েছে। ৫০–৬০ জন দর্শক নিয়ে নাট্য প্রদর্শন হচ্ছে। অনেকগুলো স্পেস তৈরি হয়েছে। ছোট ছোট পাওয়া একটা নতুন অভিমুখ দেবে। নেপথ্য শিল্পীদের সংগঠন তৈরি হয়েছে এই অতিমারী কালেই।

উজ্জ্বল মুখার্জী বললেন– রাঢ় বাংলা থেকে নাটকের রথকে টেনে নিয়ে এসেছেন আমাদের সরোজ দা। তাই একটু আত্মিক সম্পর্কের গন্ধ পাচ্ছি। করোনা কোনও প্রকৃতির প্রতিশোধ নয়। আমরা আমাদের শিকড়কে অবহেলা করেছি, লালন করিনি। অতিমারী একটা ইশারা দিয়েছে। বাংলা নাটককে নিজের পথে চলার দিশা দিয়েছে। নাটকের ফোকফরম লেটো, আলকাপ এইসব লোকনাটের আঙ্গিক হাটে মাঠে ঘাটে অভিনয়ে সুযোগ করে দিয়েছে। বাংলার নাটককে আবার ঘরে ফিরিয়ে দিয়েছে। এক সাথে থাকা পথচলা নাটকের বিরাট যোগসূত্র। অতিমারী আমাদের এই পরীক্ষা নিয়ে নিয়েছে। প্রকৃতি শুধু আমাদের নতুন পথ দেখিয়ে যায় কালের পথ ধরে। আমরা কি মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি? যারা পেরেছে তারা সঠিক, যারা পারেনি তাদের নাটক করা বৃথা। কৃষি ও কৃষ্টির মাধ্যমে সংস্কৃতির সেবা করতে হবে আমাদের। প্রায় ১৩ বিঘা জমি নিয়ে লাভপুরে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে।

রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় বললেন– ৫০টা বছর বেশ বড়ো করে বলার মতো ঘটনা। ঠিক যেন বিসমিল্লার সানাই। লন্ডনে প্লেগ ১৫৯২–৯৪ এবং ১৬০৩–০৪ থিয়েটার ক্লোজিং ঘটেছিল অতিমারীতেই। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মহাকবি শেকসপিয়রের পরিবার। কিন্তু তিনি হতাশায় নিরাশ হননি। তাঁর অমর

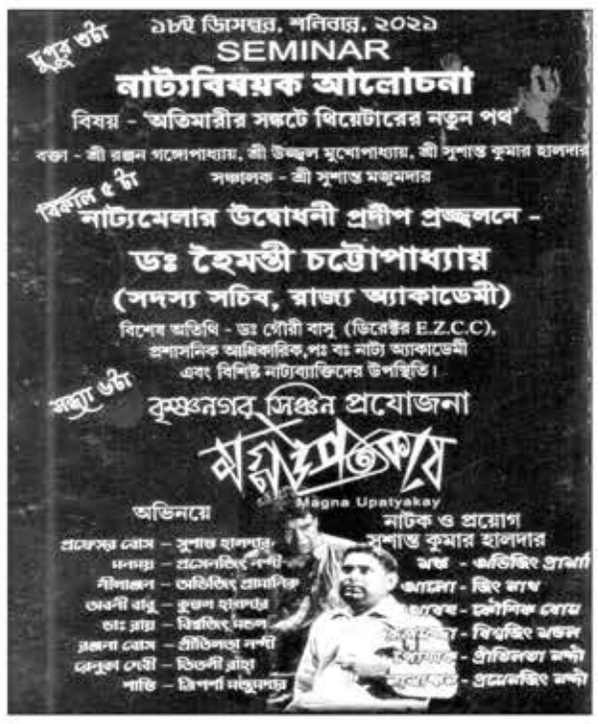

সৃষ্টি হ্যামলেট। সিজার ওথেলো ওই দুরন্ত সময়েই রচিত হয়েছিল। প্রকৃতিকে যাচ্ছেতাই ভাবে ধ্বংস না করলে এই অতিমারীকে রুখে দিতে পারতাম প্রকৃতির সাহায্য নিয়েই। আমাদের প্রতিযোগিতা কমে গিয়েছে বন অরণ্য ধ্বংসের কারণে। ইকোলজিকে ধ্বংস করে আমরা বড় ভুল করেছি। প্রকৃতিকে নিঃস্ব করে ছেড়েছি তাড়াতাড়ি ধনী হবার লোভে। ভেষজ গুল্ম লতা পাতা মূল আজ অবলুপ্তির পথে। বিজ্ঞানীদের হুঁশিয়ারীকে পাত্তাই দিইনি আমাদের বোধহয় নিস্তার নেই।

এ দুরন্ত সময়ে স্টারডমকে বন্ধ করে সমবেত শিল্পকলাতে আস্থা রেখে নাটক চালিয়ে যেতে হবে। থিয়েটারের মানুষদের থিয়েটারের পাশে দাঁড়াতেই হবে। ছোট ছোট স্পেস গুলো কাজে লাগাতেই হবে ১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় নাটক কৃষ্ণনগর সিঞ্চন প্রযোজিত মগ্ন উপত্যকায়। প্রয়োগ সুশান্ত কুমার হালদার।

ওপরে আরও ওপরে ওঠার ইঁদুর দৌড়ে মানুষ অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগছে। এবং অশান্তির জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। যখন সম্বিত ফিরে পায় তখন কেউ জীবনে ফিরতে পারে কেউ পারে না। মানুষ মানসিক রোগের শিকার হয়। অভিনয়ে ছিলেন সুশান্ত হালদার, প্রসেনজিৎ নন্দী, অভিজিৎ প্রামাণিক, কুন্তল হালদার, বিশ্বজিৎ মণ্ডল, প্রীতিলতা নন্দী, তিতলি রাহা ও ত্রিপর্ণা মজুমদার।

১৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৫টায় নাটক বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর নাটক 'বেগে লোকায়েন'। নির্দেশনা উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়। গ্রাম বাংলার বাজনদার ভোগলু বায়েনের জীবনের রোজনামচা। করুণ রসের পালা, গ্রাম্যজীবনের পালা পার্বণ, ভাদু স্টাইলে ধুতি না পরে গ্রাম স্টাইলে পরতে হবে। গায়ে হাতাওয়ালা গেঞ্জি বা ফতুয়া পরলে ভাল হয়। লোকনাট্যের আঙ্গিক সুক্ষ্মভাবে ধরা আছে। সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ইউনিট মালঞ্চ প্রযোজিত, স্বপন দাস রচিত এবং জীবন বোধের নাটক। এই প্রজন্মের হতাশাগ্রস্ত নবীন যৌবন দিশা পেলে রুখে দাঁড়াতে পারে। সুধাময় চরিত্রে দেবাশিস সরকার দক্ষ শিল্পী। মণিমালার ভূমিকায় জিতা নাথ সংবেদনশীল কণ্ঠটি বেশ তবে চর্চার অভাব বোঝা গেল। আর যারা অভিনয় করলেন দেবাশিস চ্যাটার্জী, বাবলু চৌধুরী ও অরিন্দম ব্যানার্জী।

৭–৩০শে তৃতীয় নাটক সালকিয়া আগন্তুক নাট্য সংস্থা প্রযোজিত বহু অভিনীত রেডিও নাটক 'তাহার নামটি রঞ্জনা'। রচনা বিধায়ক ভট্টাচার্য, নির্দেশনায় তরুণ দাস। অভিনয়ে তপন পাল, তরুণ দাস, ইন্দ্রনীল পালিত, শ্যামল বিশ্বাস এবং রঞ্জনা চরিত্রে দেবাদৃতা ঘোষ। দেবাদৃতার সংযত অভিনয় এবং মাত্রাজ্ঞান অসাধারণ।

২০শে মোট দুটি নাটক প্রথমটি ব্যান্ডেল নান্দনিক প্রযোজিত অমিতাভ চক্রবর্তী রচিত এবং সমীরণ সমাদ্দার নির্দেশিত নাটক 'প্রবহমান' নাটক দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি, মেজ ঠাকুমা চরিত্রে মন্দিরা সোমের অভিনয় দেখে। পুরো নাটকটা একাই টেনে নিয়ে গেল। কাহিনীতে পাই বনেদি দত্ত বাড়ি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, চলছে বড় তরফ থেকে ছোট তরফ অংশীদারদের মধ্যে দর কষাকষি। শংকর বিশাল জমিতে আবাসন করতে চায়, কিন্তু বনেদি বাড়ির নস্টালজিয়া ভুলতে পারে না। বিশাখা সুবীরের স্ত্রী জানতে পারে মেজ ঠাকুমাকে ঠকানো হচ্ছে সে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

যিনি এতকাল এই বিশাল অট্টালিকাকে আগলিয়ে রেখেছেন। বাড়িতে কেউ আসতো না খোঁজ খবরও নিত না। মেজ ঠাকুমা তার শাশুড়ির চিকিৎসাও ঠিকমতো করতে পারেনি। শেষে বড়মার মৃত্যুতে সব কিছু ওলট পালট হয়ে যায়। আর যারা অভিনয় করলেন রিতা দাস সমীরণ সমাদ্দার, মহঃ ইমরান, অজয় দেবনাথ ও ঈপ্সিতা চ্যাটার্জী।

দ্বিতীয় নাটক 'ভূতের দেশের কেলেঙ্কারি' নাটক সুব্রত মুখার্জী নির্দেশনা কুমার দীপ্ত মাইতি। উন্মিলন থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজিত উপস্থাপনা। মজাদার নাটক সূক্ষ্মভাবে রাজনীতির চালচিত্র তদন্ত কমিশন থেকে শুরু করে কাটমানি, বিদেশী ব্যাঙ্ক টাকা পাচার, দলবদল অর্থাৎ ঘোড়া কেনাবেচা সবই এসেছে। খুঁড়ো, বিটকেল, লঙ্কা ফিচকে, পুলিশ ও চোর ভাল অভিনয় করলো। কলাকুশলীরা হলেন শুভঙ্কর মণ্ডল, সৌম্য ব্যানার্জী, সরমি চক্রবর্তী, দিপ্তেন্দু মণ্ডল, শুভমিত্র মজুমদার এবং কুমারদীপ্ত মাইতি প্রমুখেরা।

২১ ডিসেম্বর কাচরাপাড়া গ্রাম বাংলা মাইম থিয়েটারে মুখাভিনয় সাতটি মাইম তারা ক্রমে ক্রমে অভিনয় করে দেখালো। (১) কি? (২) বকরের পুতুল (৩) প্রতিশোধ (৪) ফুচকাওয়ালা (৫) আমাকে বাঁচতে দাও (৬) যন্ত্রমানব এবং (৭) জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধ নিবেদন। অভিনয়ে ছিলেন শান্তনু বিশ্বাস, সঞ্জয় দত্ত, ভীমচন্দ্র বিশ্বাস এবং চঞ্চল কর। নির্দেশনায় চঞ্চল কর।

দ্বিতীয় নাটক টালিগঞ্জ রঙ্গব্যঙ্গ অদ্বিতীয়া প্রযোজিত নাটক গ'য়ে গণ্ডগোল। কমেডি নাটক কিন্তু গল্পের গরু গাছে উঠেছে। গয়েশপুর থানার দারোগার গায়ে কলকাতা পুলিশের পোশাকের চিহ্ন দেখে আশ্চর্য হলাম। আরও ছোট খাটো ভুল ত্রুটি আছে। অভিনয়ে সুশান্তনীল ঘোষ, মানস দাস, টনি রায়চৌধুরী, পিনাকী ভট্টাচার্য, মিঠুন রায়, প্রদীপ্ত গুহ ঠাকুরতা, অয়ন নস্কর এবং রিনি গাঙ্গুলী। প্রত্যেক দলকেই নটসেনার তরফ থেকে বছরের স্মারক ও পুস্তিকা উপহার দেওয়া হয়।

লোক সংস্কৃতি উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : লোক চেতনায় হুগলি লোকশিল্পী সংস্থার দু'দিনের ৯ম বর্ষ বাংলা-ওড়িশা লোকসংস্কৃতি উৎসব জমে উঠলো লোকগানে, লোকনৃত্যে, ২৬ ডিসেম্বর শীতের সন্ধ্যায় এপার-ওপার বাংলার লোকগানে লোক নৃত্যে অপূর্ব আঙিনায় পরিবেশন হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বলাগড় বিধানসভার বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত কবি অরুণ কুমার চক্রবর্তী, মগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঘুনাথ ভৌমিক। হুগলি লোকসঙ্গীত শিল্পী ডঃ সান্তনা চ্যাটার্জী এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন সুশীল অধিকারী, নিখিল হালদার, প্রতাপ বাউল, বীথি চ্যাটার্জী প্রমুখ। চন্দননগরের

ব্রতচারী অঙ্গন সুজিত দাসের পরিচালনায় রণপা নৃত্য, ব্রতচারী নৃত্য প্রভৃতি প্রাচীন বাংলার লোকনৃত্য দেখে দর্শকরা মুগ্ধ হন।

ডাক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আজও অবিসংবাদিত

পাঁচু গোপাল মাজী : মহাভারতের উল্লিখিত নিষদ যুবরাজ নল ও বিদর্ভের রাজকুমারী দময়ন্তীর বিবাহ পূর্বের ভালাবাসা ছিল তখনকার কিংবদন্তী। তাদের পরস্পরের প্রেমপত্র বহন করে দেওয়া নেওয়া করে দিত একটি কামচারী রাজহাঁস। রাজা শল্বকে ভালোবাসতেন কাশীরাজ তনয়া অম্বা। তাদের প্রেমপত্র সখীদের দ্বারাই প্রেরিত হতো। রাজা ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীর বিবাহ যখন তাঁর অপছন্দের কোনও পাত্রের সঙ্গে দিতে পিতা ভীষ্মক মনস্থ করেন, তখন তাঁর প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে একটি পত্রে তাকে বিবাহ করে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক অপহরণ করে দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে রুক্মিণীকে বিবাহ করেন। এইসব ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় পুরাণের যুগেও ডাক ব্যবস্থার বেশ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজকের দিনের মত তা নিশ্চয়ই ছিল না।

মধ্যযুগের ভারতের চিঠিপত্র আদানপ্রদান ও ডাক ব্যবস্থা বেশ কিছু কার্যকরী ছিল তা ইতিহাসে জানা যায়। খৃঃ পূঃ চৌদ্দ শতকের ভারতে ডাক ব্যবস্থা ছিল বলে পর্যটক ইবন বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়। সম্রাট অশোক পাটলীপুত্র থেকে উজ্জয়িনী পর্যন্ত ডাক ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। আলাউদ্দিন খিলজী (১২৯৬) ডাক ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন। তবে শেরশাহের (১৫৪১–১৫৪৫) ডাক ব্যবস্থা ছিল উল্লেখযোগ্য। বাংলা থেকে সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত প্রায় দুহাজার মাইল দূরত্বে ঘোড়ার মাধ্যমে ডাক ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন শেরশাহ। ঘোড়ায় ডাক ব্যবস্থা এইটিই বোধহয় প্রথম।

আধুনিক যুগে আমাদের দেশে ডাক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ক্লাইভের আমলেই গৃহীত হয়েছিল। তবে তা

ছিল বিশেষ করে সরকারি আদেশ পত্রাদি আদানপ্রদান ও ইংরেজ পারিবারিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। সার্বিক ক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী সর্বপ্রথম ডাকঘরটি ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের খেজুরিতে স্থাপিত হয়েছিল বলে কথিত আছে। সে সময় খেজুরিতে একটি বন্দর ছিল বলে ডাকঘর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। তবে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলের ডাক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের উপযোগী স্পষ্ট করা হয়। সে সময় একটি চিঠি একশ মাইল দূরত্বে পৌঁছে দিতে দু'আনা ডাক মাসুল ধার্য ছিল।

কিন্তু ভারতীয় ডাক ব্যবস্থা সুগঠিত হয়ে উঠে ১৮৮৫ সালে। এই সময় থেকে প্রথম একজন ডিরেক্টর জেনারেলের অধীনে সমগ্র ডাক বিভাগকে আনা হয়। প্রদেশগুলিতে একজন করে 'পোস্ট মাস্টার জেনারেল' পদ সৃষ্টি করা হয়। সমগ্র প্রদেশে ডাক ব্যবস্থা এরই হাতে অর্পিত হয়। প্রতি শহরে একটি মুখ্য ডাকঘর ও গ্রামে শাখা পোস্ট অফিস খোলা হয়। এদের মাঝে একটি করে সাব পোস্ট অপিস খোলা হয়।

ডাক ব্যবস্থা সহযোগী সিমাফোর সিস্টেম বা সংকেতে বার্তা প্রেরণ ব্যবস্থা ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে লর্ড বেন্টিকের আমলে চালু হয়েছিল। তারপর লর্ড ডালহৌসির আমলে (১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে) টেলিগ্রাফ চালু করা হয়। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ডায়মন্ড হারবার থেকে কলকাতা পযন্ত পরীক্ষামূলকভাবে টেলিগ্রাফিক ব্যবস্থা চালু করা হয়। বজবজ আছিপুর, বিড়লাপুরেও টেলিগ্রাফ চালু করা হয়েছিল। আমাদের কৈশোরে শোনা অপরেশ লাহিড়ীর গাওয়া 'টরে টক্কা টরে, তারের ভাষায় সংকেতে টরে টক্কা টরে' গানটি আজও মনে পড়ে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ভারতে বড় ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ২০১ ও ছোট ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ৪৫১টি। এগুলি সব ব্রিটিশ আমলের।

দেশ স্বাধীন হবার পর, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ভারতে ২৯,৬৩৩টি ডাকঘর স্থাপিত হয়। যার মধ্যে শুধুমাত্র পল্লি অঞ্চলেই ছিল ২৪,৬৩৮টি। বর্তমানে ভারতে ছোটবড় মিলিয়ে মোট ডাকঘরের সংখ্যা ১,৫৪,৮৮২ যার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ১,৩৯,১৮২টি ডাকঘর আছে। পশ্চিমবাংলায় এর সংখ্যা প্রায় ১০,০০০টি। এর মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতেই ডাকঘর আছে ৭৮০টি।

আমাদের সমাজজীবনে ডাকঘরের ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার' কবিতায় এবং বিধায়ক ভট্টাচার্যের পরিচালিত 'ডাক দিয়ে যাই' চলচ্চিত্রে 'ডাক দিয়ে যাই, আমি ডাক দিয়ে যাই'–গানটিতে প্রতিফলিত।

আজকের দিনে মোবাইল ইন্টারনেটের যুগে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রাদি আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে তেমন করে প্রয়োজন অনুভব না করলেও, সরকারি বিভিন্ন দফতরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পত্রাদি, দলিল, ডকুমেন্টারি কাগজপত্র, আধারকার্ড, ব্যাঙ্ক পাশবই চেকবই, এটিএম কার্ড, চাকরির নিয়োগ পত্রাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ দরকারি চিঠিপত্রাদি আমরা ডাকঘরের মাধ্যমেই পেয়ে থাকি। তাছাড়া স্বল্প সঞ্চয়, মেয়াদী জমা, মাসিক আয় প্রকল্প, পেনশন ভাতা প্রভৃতির মতো আরও অন্যান্য বহু সরকারি বেসরকারি প্রকল্পমূলক কাজকর্মে আমাদের ডাকব্যবস্থা আজও তার গৌরবময় ভূমিকা পালন করে আসছে। তাই আমাদের ডাকঘরগুলির বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের ডাকঘরগুলিকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার কর্তৃপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

শীতকাল মানে ক্রিকেট এই কনসেপ্ট পাল্টাচ্ছে

যুধিষ্ঠির নস্কর : আগেকার দিনে খেলাধূলার মরসুম হিসেবে ধরা হত শীতকালকে। দেখা যেত শীতের সময়ে ক্রিকেট ব্যাট,বল নিয়ে মাঠের দিকে ছুটছে ছেলেপুলেরা। এখন অবশ্য সেই মাঠময় ব্যবস্থা নেই। সব জায়গাতেই মাঠ ভরাট করে নব নব অট্টালিকার ছড়াছড়ি। এমতাবস্থায় শীত মানেই ক্রিকেট খেলা , আর অন্য সময়ে ফুটবল বা অন্য গেমস এমনটা কিন্তু নয় মোটে। আজকাল তো আবার সারা মরসুম জুড়ে যেমন বিভিন্ন সবজি বা ফলফলাদি পাওয়া যায়, ঠিক তেমনই সারা বছর ধরেই অন্য সব খেলাও চলছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে খেলাকে মাথায় তুলে নাচার প্রবণতা ছিল, সেখানে একটা নতুনত্ব এসেছে। মানে অন্য খেলাকে ঘিরে আগ্রহ আগের চেয়ে বেড়েছে। এর পিছনে কিছু শিল্পপতি, সংগঠক সর্বোপরি ক্রীড়ানুরাগীকেই ফুল মার্কস দিতে হবে।

সাধারণভাবে একটা কথা আমাদের সমাজে চলে থাকে যে ক্রিকেট,টেনিস, গল্ফ, বিলিয়ার্ডস-স্নুকার হল তথাকথিত বড়লোকদের খেলা। আর সবার কাছে সর্বজনীন ফুটবল হল একেবারে খেটে খাওয়া মানুষের খেলা। এর বাইরের হকি, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল এসব হল মূলত মধ্যবিত্তের মধ্যে আবদ্ধ। ব্যাডমিন্টনকে যেমন অনেকে শীতকালীন ক্রীড়ার তালিকায় ফেলে দিতে ভালোবাসে। অথচ এই ব্যাডমিন্টন জগতকে হাজার ভোল্টের আলোয় আলোকিত করেছেন ত্রিপুরার খুব সাধারণ ঘর থেকে উঠে আসা দীপা কর্মকার। ফুটবলে এরকম উদাহরণ অবশ্য ভুরিভুরি। তবে ক্রিকেট যে শুধুমাত্র বড়লোকদের খেলা নয় এই প্রবাদ কিন্তু ভেঙেছেন কপিল দেবের মতো বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। এরপর ছোট শহর থেকে উঠে আসা ধোনিও দেখিয়েছেন বিশ্বজয় করার জন্য শুধুমাত্র বড় শহর বা ধনদৌলত লাগে না, বুকের খাঁচাটা প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। এখন তো ক্রিকেটে এমন অনেককেই পাওয়া যাবে যাঁরা উঠে এসেছেন রীতিমতো দরিদ্র পরিবার থেকে। অ্যাথলেটিকসে দীপা কর্মকার, পিটি উষা, সাইনি আব্রাহামরা রয়েছেন। পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে নক্ষত্র হয়ে উঠেছেন সাইনা নেহওয়াল, মেরি কম'রা।

যেভাবে অতি সাধারণ ঘর থেকে 'মিস্টার সিম্পল' কোচের তত্ত্বাবধানে দীপা কর্মকার নিজেকে এই জায়গা, এই সুবিশাল উচ্চতায় তুলে ধরেছেন তা এক কথায় লাজবাব। তার মধ্যে যে রসদ রয়েছে যে পরিমাণ জ্বালানী বর্তমান তা সহজে নিভবে বলে মনে হয় না। বরং কষ্টিপাথরে আরও নিজেকে যাচাই করে ভবিষ্যতে হয়তো এক ইস্পাতকঠিন অ্যাথলিট হয়ে উঠবেন তিনি।

হয়তো দেখা যাবে দীপার এই অসামান্য লড়াই আগামীতে সেলুলয়েড বন্দি হচ্ছে কোনও বড় পরিচালকের হাত ধরে। তার কোচ বিশেশ্বর নন্দীর প্রশিক্ষণের মন্ত্রও এতে স্থান পাবে। তবে একটা দিক স্পষ্ট দীপা কর্মকার কোনও আপাদমস্তক সফল পরিবার থেকে বেড়ে ওঠা নারী নন। তিনি এক যোদ্ধা। অভিযোজনের সূত্র মেনে যিনি হরদম লড়াই করে চলেছেন যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে। এই লড়াই একটা অলিম্পিক্সের আসরে মোটেই শেষ হয়ে যায় নি। বরং সবেমাত্র তার শিখা প্রজ্বল্যামানতা লাভ করেছে। যার অনতিদূর স্পর্শ ছুঁয়ে যেতে চাইছে আসন্ন সেই সকালকে যেদিন বিশ্বজোড়া অ্যাথলিট মহলে ভারতবর্ষও একটা নাম হয়ে উঠবে। দীপা যে কাজটা শুরু করলেন আগামীতে হয়তো দেখা যাবে তা পুরো দেশকে একটা আলাদা আসন দিয়েছে, করে তুলেছে কুলীন।

এতগুলি বছর পেরিয়ে গেলেও মিলখা সিং, পিটি উষাদের কথা কি আমরা ভুলতে পেরেছি? এরা আমাদের মনের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছেন। হ্যাঁ, পদক না জিতেই। দীপার ক্ষেত্রেই ঠিক অনুরূপই ঘটতে চলেছে। কে বলতে পারে এই সামান্যর বিচ্যুতিতে চতুর্থ হওয়া দীপার মনে প্রদীপের সলতেটাকে পাকিয়ে দেবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি লক্ষ্যে সফল হচ্ছেন।

খেলাধুলার জগত বলতেই তাই শুধুমাত্র ধনীর জগত না ভেবে নিজেদের পরিধিটা বাড়ালেই লক্ষ্য করবেন কত ধরনের খেলা আপনার-আমার কাছাকাছি গুমরে আছে। শুধুমাত্র একটু তুলে ধরার অপেক্ষা। তবে গিয়েই দেখা যাবে সেই খেলার দ্যুতিতে আলোকিত হচ্ছে চারপাশ। পথের ধারের নাম না জানা ফুল অনেক সময়ই বর্ণালী করে তোলে পুষ্পস্তবককে। সেরকমই অবহেলিত খেলার দ্যুতিও ক্রীড়ামোদীদের মাতিয়ে তুলতে পারে অচিরেই। এই সব খেলার মধ্যে শুধু যে সব আউটডোর গেমস তা নয়। বেশ কিছু ইন্ডোর গেমসও আছে যার গুরুত্ব কোনও অংশে কম নয়। সেই ইন্ডোর গেমসের দিকে তাই এখন থেকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ক্রীড়া প্রশাসক থেকে দেশের সরকারের। তবে গিয়েই প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে খেলাধুলার। খেলার দুনিয়ার এই ব্যপ্তি তাই বিশেষ জরুরি। এর সঙ্গে পুরো দেশের বিকাশ সম্পর্কিত। কে না জানে খেলাধুলার মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়ে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বার্তা। এর জন্য সংশ্লিষ্ট সব মহলেরই টনক নড়া দরকার। কতিপেয় মানুষের চাহিদা মানে খালি দু-একটি খেলার পিছনে ধুয়ো না তুলে নানা ধরনের খেলার সর্বজনীন উন্নয়ন ঘটানো আবশ্যক।

ফুটবল, কবাডি, ব্যাডমিন্টন, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল ও আরও নানা ইন্ডোর ও আউটডোর গেমসের প্রতি নজর দিলে ভারত অলিম্পিকস বা এশিয়ান গেমসের মতো বড় প্রতিযোগিতায় সফল হতে পারে বলেই মনে করেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের সাফ কথা ক্রিকেট নিয়ে হইচই হোক, মাতামাতি করুন ঠিক আছে। কিন্তু অন্য খেলাগুলিকেও যেন সমান গুরুত্ব দেয় সরকার। এই প্রসঙ্গে তাঁরা যুক্তি দিয়েছেন, ক্রিকেট হল মাত্র ৮-১০ টি দেশের খেলা। এতগুলো বছর পেরিয়ে গেলেও ক্রিকেট খেলিয়ে দেশ বা এর পরিসর কিছুতেই বাড়ে নি। অথচ তাও দেশের তামাম ক্রীড়া ভক্তদের মধ্যে ক্রিকেটের প্রতি যে উন্মাদনা রয়েছে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় নি অন্য খেলাকে ঘিরে। হালফিলে অবশ্য কবাডি কিংবা ফুটবলে আইএসএল এর মতো যে ধরনের টুর্নামেন্ট হচ্ছে তার আকর্ষণ দিন দিন বাড়ছে। বহু মানুষ এইসব খেলার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছেন। একইভাবে পিছিয়ে পড়া খেলাকে প্রোমোট করার ফল হাতে হাতে পাচ্ছেও ভারত। ফুটবলেই র‍্যাঙ্কিংয়ে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়েছে সুনীল ছেত্রীদের ভারত। কিছুদিন আগেও দুশোর কাছে যারা ঘোরাফেরা করছিল সেই ভারত এখন প্রথম একশো দেশের মধ্যে চলে এসেছে। যেটা নিঃসন্দেহে বড় কৃতিত্ব হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

এছাড়া কবাডির ক্ষেত্রেও বিশ্বমানের যে লিগ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতেও দেখা যাচ্ছে দেশের প্রথম শ্রেণির ফিল্মস্টারদের অংশগ্রহণ জনপ্রিয়তা বাড়াচ্ছে। এভাবেই ধাপে ধাপে কিছু খেলার প্রসার ঘটলেও এখনও কেন্দ্রবিন্দু রয়ে গিয়েছে সেই ক্রিকেট। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যে পরিমাণ ধনী ছিল তার থেকে অনেক গুণ রোজগার বাড়ছে তার। অথচ অন্য খেলার বোর্ড বা সংস্থাগুলি এখনও রয়ে গিয়েছে সেই তিমিরেই। এ ব্যাপারে দেশের সরকারকে যেমন এগিয়ে আসতে হবে, ঠিক তেমনই অন্যান্য ক্রীড়ামোদী বা সংস্থাকেও সমান উদ্যোগী হতে হবে। তবে গিয়েই দেখা যাবে ভারত সত্যিই এগোচ্ছে । নচেৎ ক্রিকেটের মতো ছোট পরিসরের খেলায় ছড়ি ঘুরিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে ভারতীয়দের। অলিম্পিক্স, এশিয়ান গেমসের মতো আন্তর্জাতিক মানের খেলায় সফল হতে হবে ভারতকে।

প্রোটিয়াদের হারিয়ে ১-০ এগোল বিরাটের টিম ইন্ডিয়া

অরিঞ্জয় মিত্র : দক্ষিণ অফ্রিকাকে তাদের দেশের মাটিতে প্রথম টেস্টে হারাল টিম ইন্ডিয়া। সিরিজ এগিয়ে গেল ১-০। ১১৩ রানে টেস্ট জয়ের অন্যতম নায়ক নিঃসন্দেহে মহম্মদ সামি। বস্তুত দ্বিতীয় ইনিংসে কম রানে ভারতীয় ব্যাটারদের আউট করেও কোনও সুবিধা নিতে পারল না প্রোটিয়ারা। একইসঙ্গে আপাতভাবে ধামাচাপা পড়ল সৌরভ বনাম কোহলি বিতর্কেরও। এমনটাই অভিমত ক্রীড়ামহলের। ব্যাটিংয়ে অবশ্য খাপ খুলতে ব্যর্থ হয়েছেন বিরাট। কে এল রাহুলের দুর্দান্ত সেঞ্চুরিই ভারতকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যায়।

বিদেশের মাঠে হিরো আর বিদেশের মাঠে জিরো। এও বলা যায় ঘরের মাঠে বাঘ যেন বাইরের মাঠে নেহাত গোবেচারা কোনও জীব। ভারতীয় ক্রিকেট টিম সম্পর্কে বহুদিন ধরেই এই প্রবাদ চালু আছে। এই অপবাদ হজম করতে হয়েছে গাভাসকার, কপিলদেব, আজহার, শ্রীকান্ত,শচীন, সৌরভ, রাহুল দ্রাবিড় মায় মহেন্দ্র সিং ধোনিকেও। আগের দিনের ক্যাপ্টেনদের এমন অনেক মন্তব্য শুনতে হয়েছে, যা তুলে ধরে বিদেশের মাটিতে তাঁরা আদৌ সফল হন নি। কথাটা যেমন পুরোপুরি সত্যি তা যেমন নয়, ঠিক তেমনই মিথ্যা বলে একে উড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। এর আগে আজহারের আমলে বা তাঁর পূর্বসূরীদের অধিনায়কত্বকালে দেশের মাটিতে পাটা উইকেট বা ঘূর্ণী পিচে দেখা যেত ভারত সিরিজের পর সিরিজ জিতছে অবলীলাক্রমে। কিন্তু সেই একই দল যখন বিদেশ সফরে যাচ্ছে তখন তাঁদের কেমন যেন ল্যাজেগোবরে অবস্থা হচ্ছে। যার ফলে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে বিপক্ষকে হোয়াইট ওয়াশ করার পর বিদেশের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখা যেত টিম ইন্ডিয়াকে। বস্তুত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারত অধিনায়ক হওয়ার পর পাকিস্তানের মাটিতে সিরিজ জয় বা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অজিদের হারানো এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকে তা এই ধারনা খানিকটা হলেও বদলে দিতে থাকে।

বহুদিন পরে যেন পালটা মার দিতে শিখল ভারত। এটা যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরাট অবদান, যার জেরে গড়ে ওঠে টিম ইন্ডিয়া কনসেপ্ট। যা নানা প্রদেশের ভিন্ন ভাষাভাষি, পৃথক আহারাদিতে বিশ্বাসীদের এক কমিউনে নিয়ে আসে। এর সুফল যে ভারত কতটা কুড়িয়েছে তার প্রমাণ বিশ্বকাপ সহ একের পর এক জায়গায় সাফল্য আসা। সৌরভ যে বীজের সঞ্চার ঘটিয়েছিলেন তার অঙ্কুরোদগম ঘটে মহেন্দ্র সিং ধোনির আমলে। যার ফলে দীর্ঘদিন পর বিশ্বকাপ পায় ভারত। এই বিদেশ জয়ে নিঃসন্দেহে আজকের প্রোটিয়া বধ গুরুত্বপূর্ণ ল্যাপ হয়ে উঠল।

কোহলি-সৌরভ প্রচুর বিতর্কের মাঝেও বিরাটের অধিনায়কত্বের ভালো দিকটাও উল্লেখ করতে হয়। বিরাট কোহলি শুধু দুনিয়া কাঁপানো ব্যাটসম্যানই নন, একজন বড় মাপের অধিনায়কও বটে। বিশেষত তাঁর জয়ধ্বজা ওড়ানোর স্বভাব অনুপ্রাণিত করে পুরো ভারতীয় দলকে। টিম ইন্ডিয়ার প্রতিটি খেলোয়ার তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাছাড়া কোহলি এখন সেই ক্যাপ্টেন যাঁর নেতৃত্বে একটানা ৯টা সিরিজ জিতেছে ভারত। ভারতের এই বিজয়রথের নিচে চাপা পড়েছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ওয়েস্টইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের মতো দল। ক্যারিবিয়ানদের তো আবার তাঁদের দেশের মাটিতে দু-দুবার হারিয়েছে টিম কোহলি। বিরাট কোহলি টিমের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই যেভাবে একের পর এক সিরিজে আধিপত্য দেখিয়েছে ভারত তা প্রমাণ করেছে টিম ইন্ডিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তি। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সেদেশের মাটিতে খালি হারানো নয় নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে দেশে সিরিজে পরাজিত করা নয়, রীতিমতো ল্যাজেগোবরে করেছে ভারত। আর এ সব কিছুই বিরাটের অধিনায়কত্বে সম্ভবপর হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে কতটা চার্জড হয়ে রয়েছে এই দল। সেজন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াকে তাদের দেশের মাটিতে গিয়ে যোগ্য টক্কর নেওয়ার প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে বলে মনে করছে ক্রিকেট বিশ্ব।

বর্ষশেষে ক্যানিংয়ে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২১ কে বিদায় জানিয়ে অনুষ্ঠিত হল এক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট দুমকি অগ্রদূত অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ৮ টি দল অংশগ্রহণ করে। বৃহস্পতিবার সকালে ছোট দুমকির সমাজ কল্যাণ সংঘের মাঠে আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সুদাম মাইতি। এদিন উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় বেলেখালি প্রভাত একাদশ বনাম হিঞ্চাখালি একাদশ। ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় রজত সন্তোষী মা ক্রিকেট একাদশ বনাম বামনঘাটা ফ্রেন্ডস্ ক্রিকেট একাদশ। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্ধারিত ৬ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৩৮ রান করে বামনঘাটা ফ্রেন্ডস্ ক্রিকেট একাদশ। জবাবে মাত্র ৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৪০ রান করে ৫ উইকেটে জয়লাভ করে রজত সন্তোষী মা ক্রিকেট একাদশ। সমগ্র টুর্নামেন্টে ৭ টি ক্যাচ ও মোট ৯০ রান করে ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের খেতাব ছিনিয়ে নেয় জয়ী দলের পল্টু বিশ্বাস। দীর্ঘ প্রায় দুবছর পর বর্ষশেষে ক্রিকেট মাঠে জয় পেয়ে জয়ী দলের অধিনায়ক রজত সরদার জানিয়েছেন করোনা তাণ্ডবে দীর্ঘ প্রায় দুবছর মাঠের বাইরে থেকে অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল। ক্রিকেট মাঠে নেমে জয়ের স্বাদ পেয়ে আবারও পুরানো ছন্দে ফিরতে পেরে ভালো লাগছে।' এদিন ক্রিকেট মাঠে ক্রিকেটপ্রেমী মানুষের ভিড় ছিল নজরকাড়া।

রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স

মলয় সুর : ৩৬তম রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা দু'দিন ব্যাপী (২৫-২৬ ডিসেম্বর) কোন্নগর ঋষি অরবিন্দ ময়দানে আয়োজিত হল। এতে প্রায় ৬০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রবীন পুরুষ ও মহিলা বিভাগে ১৫টি করে ইভেন্ট থাকে। প্রতিটি গ্রুপ ৩০ থেকে ৮৫ বছর পর্যন্ত বয়স সীমা রাখা হয়। বিভিন্ন জেলার প্রতিযোগীরা আসেন যার তালিকায় রয়েছে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, হুগলি, মেদিনীপুর, দুর্গাপুর, প্রভৃতি জায়গার ভেটারেন অ্যাথলেটিক্সরা। সংগঠনের বর্ষীয়ান সদস্য ডাইরেক্টর সরিফ হোসেন বলেন, এই প্রথম কোন্নগরে এত বড় ধরনের প্রতিযোগিতা হয়। এখান থেকে বাছাই করা মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সরা সুযোগ পাবে বাংলার জাতীয় দলের হয়ে ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারিতে হায়দ্রাবাদে আসর বসবে সেখানে যাওয়ার। একসময় হোসেন কলকাতা গড়ের মাঠের ফুটবলার ছিলেন। সংগঠনের সচিব স্বপন দাস জানালেন, বর্তমান এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আস্তে আস্তে খেলাধূলা ও শরীরচর্চা থেকে সরে গিয়ে মোবাইল বা কম্পিউটার গেমের প্রতি আসক্ত হচ্ছে। এর ফলে তাদের মাঠে টেনে আনার জন্য মোবাইল বা কম্পিউটার থেকে বাইরে বের করে আনার লক্ষ্যে চেষ্টা হচ্ছে। মাস্যার্স অ্যাথলেটিক্সরা সকলেই দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন। ভেটারেন্স অ্যাথলেটিক্সরা সকলেই দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন। ভেটারেন্স অ্যাথলিটদের অসাধারণ ক্রীড়া দক্ষতা সবুজ গালিচা পাতা জোড়াপুকুর মাঠে প্রচুর মানুষকে উল্লসিত করে তোলে। মানুষের মধ্যে বিরাট উৎসবের সঞ্চার করে। প্রত্যেক বিজয়ীদের গোল্ড, রুপো ও ব্রোঞ্জ পদক দেওয়া হয়। সবচেয়ে উল্লেখ্য, ভেটারেন্স অ্যাথলেটিক্সদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীনরা হলেন, শ্রীরামপুরের সুনীল শ্রীমানি (৮৪), মহিলাদের হিন্দ মোটরের চিন্ময়ী কাননগো (৭০), কোন্নগর ছোট বহেড়া বন্দনা ঢেঁকি (৭০), কলকাতা বিবেকানন্দ পাকের মঞ্জুশ্রী ব্যানার্জী এই সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমী মানুষরা। **ছবি : দেবপ্রিয়া বিশ্বাস**

ভারত সেবাশ্রম সংঘে অনুষ্ঠিত হল সারা ভারত ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। আয়োজন করেছিল প্রণবানন্দ মার্শাল আর্ট অ্যান্ড যোগা অ্যাসোসিয়েশন। প্রায় ৪০০ যুবক যুবতী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন সংঘের সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ, ক্ষীরোদ মহারাজ, পুর প্রতিনিধি বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় ও ক্যারাটে বিভাগের প্রধান বিধান মণ্ডল।

জেলা ভিত্তিক যোগাসন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলি ডিস্ট্রিক্ট ফিজিক্যাল কালচার ক্লাবস ফেডারেশন আয়োজিত যোগাসন প্রতিযোগিতা রবিবার (২৬ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত হল। উত্তরপাড়া ভদ্রকালী শখের বাজার স্বামী নিঃসম্বলানন্দ গার্লস কলেজে। সারাদিন ধরে ছেলেদের ও মহিলাদের ১৬টি গ্রুপ নিয়ে প্রতিযোগিতা চলেছে। এতে মোট ১০০ জন যোগা প্রতিযোগী অংশ নেয়। এদিন ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন হন সিঙ্গুর রতনপুর ক্লাবের শুভজিৎ মাইতি এবং ওই একই ক্লাবের মেয়ে শ্রেয়া কোলে প্রতিযোগিতায় সেরার শিরোপা অর্জন করেন। অন্যদিকে এই প্রতিযোগিতায় প্রধান আকর্ষণ হিসাবে 'ইয়েস ফিট স্টুডিও' জাতীয় যোগা চ্যাম্পিয়ন তৃষ্ণা ঘোষ

যোগ দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতায় প্রচুর সর্বকনিষ্ঠরা অংশ নেয় উত্তরপাড়ার অভ্রজিৎ ঘোষ (৭), অমৃত মণ্ডল (৬), অভিনন্দনা দে (৪), অহিনা রায় (৬), শ্রীদীপ সর্বজ্ঞ (৭), রাজাশ্রী (৭), দীপায়ন বাগ (৭), কুশল দাশগুপ্ত (৫)। এছাড়া সর্বোচ্চ প্রবীণ মহিলা ছিলেন মৃন্ময়ী সোম (৮১), অরুণ কুমার বোস (৭১) ও তপন কুমার ঘোষ (৭৩)। বিচারক মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ শিশির রঞ্জন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এখান থেকে নির্বাচিত যোগা প্রতিযোগীরা আসন্ন নতুন বছরের ২৫ ও ২৬ জানুয়ারিতে পশ্চিম মেদিনীপুরে রাজ্য ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। বিচারক ছিলেন মৃন্ময় সাহা, অমিত সাউ, স্বপন সাধুখাঁ, শ্রীকান্ত মাইতি, রিনা দত্ত, সম্পিতা ব্যানার্জী প্রমুখ।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com